আখেরে জোহর
হজরত আল্লামা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

আখেরে-জোহর

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দিন, শাইখুল
হুদা মুজাদ্দিদে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফি
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

উত্তর ২৪ পরগণা— বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খাদেমুল ইসলাম—খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ,
মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
মুছান্নিফ ওফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

'আখেরে জোহর'

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

"প্রিমিয়ার প্রিন্ট" শিয়ালদহ
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

★ ৩য় মুদ্রণ ১৪০৭ সাল ★

মূল্য ৩৫ ্ মাত্র
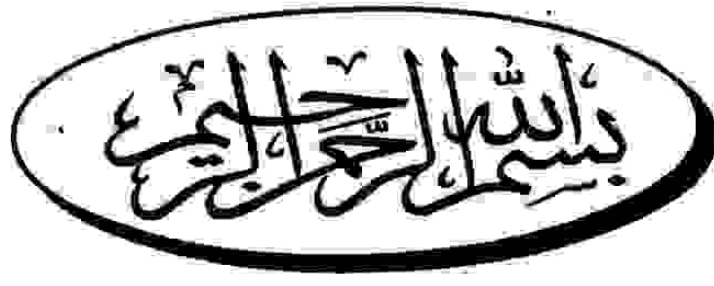
الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على
رسوله سيدنا محمد واله وصحبه اجمين ☆

আখেরে-জোহর তত্ত্ব
বা
ফৎওয়া
আখেরে-জোহরের রদ

মৌলবী সেরাজদ্দিন সাহেব 'ছহিহ ফৎওয়া আখেরে-জোহর' নামক একখণ্ড কেতাব লিখিয়া আখেরে-জোহর না পড়া উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে অনেক যুক্তি-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া আপন পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। উহাতে অনেক স্থলে বিপরীত বিপরীত মন্তব্য লিখিয়া এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার কতকাংশ এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

প্রথম এই যে, উপরোক্ত মৌলবি সাহেব উক্ত কেতাবের ২২/২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, জামেয়োর-রমুজ কেতাবখণ্ড জইফ, উহার লিখিত মসলা ও ফৎওয়া প্রকাশ করা জায়েজ নহে।"

এদিকে উক্ত মৌলবী ছাহেব নিজে ঐ কেতাবের ৫ পৃষ্ঠায় জামেয়োর-রমুছ কেতাব হইতে ফৎওয়া লিখিয়াছেন।

আরও মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব লিখিয়াছেন যে, আশরাহ-অন্নাজায়ের ও দোররোল মোখতার হইতে ফৎওয়া প্রকাশ করা জায়েজ নহে, কিন্তু উক্ত মৌলবী ছাহেব নিজে ঐ কেতাবের ৬/১৯ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত দুই কেতাব হইতে ফৎওয়া

লিখিয়াছেন। আরও তিনি উক্ত কেতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় ফৎহোল্লাহোল-মইন কেতাব হইতে ফৎওয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা কোন ফৎওয়া গ্রাহ্য কেতাব নহে, উহা অপরিচিত জইফ কেতাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দ্বিতীয়, তিনি উক্ত কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম আজম যে কেয়াছ না করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী লোক এই প্রকার কেয়াছ করিলে, উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু তিনি আবার উহার ৭/৮ পৃষ্ঠায় এমাম আজমের (রঃ) কেয়াছ ত্যাগ করিয়া আল্লামা বাহরুল-উলুম ও মাওলানা আবদুল হাই প্রভৃতি পরবর্ত্তী আলেমদিগের কেয়াছ গ্রহণ করিয়াছেন, কেননা এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, বাদশাহ কিম্বা বাদশাহের নায়েব না থাকিলে, জুমা জায়েজ হইবে না, আর অল্লামা বাহরুল-উলুম ও মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ আলেমগণ লিখি য়াছেন যে বাদশাহ ও বাদশাহের নায়েব অভাবে জুমা জায়েজ হইবে। এস্থলে মৌলবী সেরাজদ্দিন ছাহেব এমাম আজমের মত ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী আলেমদিগের কেয়াছ গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়, তিনি উক্ত কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যে স্থানে মেছের হওয়ার সন্দেহ হয়, কিন্তু অন্য কোন শর্ত্তে খলল পাওয়া যায়, সেস্থানে বাদ জুমা আখেরে-জোহর পড়া জায়েজ না মোস্তাহছান।"

তদ্বিপরীতে তিনি উহার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বল্‌কে হানাফি মজহাবে উহার কোন আসল ছনদ নাই।"

চতুর্থ, তিনি উহার ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কোন মাওলানা বা মৌলবির মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

আবার তিনি উক্ত কেতাবে মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা গোলাম কাদের ও মাওলানা আশরাফ আলি প্রভৃতি বহু আলেমের মত লিখিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

পঞ্চম, মৌলবী সাহেব অনেক স্থলে ভ্রান্তিমূলক মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার ১৯ পৃষ্ঠায় এহতিয়াত শব্দের অর্থ "আওলা বা মোস্তাহাব" লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে ইহা উহার প্রকৃত মর্ম্ম নহে।

শামি কেতাবের প্রথম খণ্ডে (৮৪৪) পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

الا حتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين☆

ইহার সার মর্ম্ম এই, ওয়াজেবি কার্য্যের দায়িত্ব হইতে নিশ্চিতরূপে পরিত্রাণ লাভ করা অথবা ওয়াজেবি কার্য্য নিশ্চিত রূপে সম্পন্ন করা।

হেদায়া কেতাবে আছে;—

لنا ان المس والنظر سبب داع الى الوطي فيقام مقامه فى موضع الا حتياط☆

ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, "যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের শরীরের কোন অংশ কামভাবে স্পর্শ করে বা তাহার গুপ্ত অঙ্গের দিকে কুমানসে দৃষ্টিপাত করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের কয়েক রেস্তা ঐ পুরুষের প্রতি এহতিয়াতের জন্য হারাম হইবে; যেরূপ উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার (জেনা) করিলে উহার কয়েক রেস্তা হারাম হইয়া থাকে।

ফাতাওয়া-আজিজিতে আছে;—

بالجمله اداي جهار ركعت على سبيل الا حتياط ضرور است☆

আখেরে-জোহর পড়া এহতিয়াতের জন্য জরুরি (ওয়াজেব)। উপরোক্ত দুই স্থলে এহতিয়াতের অর্থ নির্দ্দোষ হওয়া বা নিশ্চিতরূপে কার্য্য করা। যদি এহতিয়াতের অর্থ আওলা বা মোস্তাহাব হয়, তবে উক্ত বিষয়গুলি কি জন্য হারাম বা ওয়াজেব হইবে?

মৌলবী সাহেব উক্ত কেতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"উক্ত নিয়তে (আখেরে-জোহরের নিয়তে) বলা হইতেছে যে, আমি জোহরের ওয়াক্ত পাইয়া জুমার নামাজ পড়ি নাই।" মৌলবী সাহেব এস্থলে নিয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আমি যে শেষ জোহরের ওয়াক্ত পাইয়াও উক্ত জোহরের নামাজ পড়ি নাই, তাহাই পড়িবার নিয়ত করিতেছি। ইহাতে বলা হইতেছে না যে জুমা পড়ি নাই।

ষষ্ঠ, তিনি স্পষ্টভাবে নাই হউক, অস্পষ্টভাবে বঙ্গবিখ্যাত পীর ওলিয়ে কামেল জনাব মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেবের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন এবং অকথ্য ভাষায় তাঁহার প্রতি বিদ্রুপ করিয়াছেন, কারণ জনাব মাওলানা ছাহেব "কওলোছ-ছাবেত" কেতাবে লিখিয়াছেন, "যে পানির পাক হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে, এইরূপ স্থলে ওজু ও তায়াম্মম করা ওয়াজেব।" এই দৃষ্টান্তে যে স্থানটির মেছের হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে, তথায় জুমা ও আখেরে-জোহর উভয় পড়া ওয়াজেব।

ইহার প্রতিবাদে মৌলবী সেরাজদ্দিন ছাহেব উক্ত কেতাবের ২৬/২৭ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন, "বাজে আলেম উপরোক্ত প্রকার কেয়াছ করিয়াছেন, এরূপ কেয়াছ করিয়া বলা নয়া মোজতাহেদ (এমাম) ব্যতীত হইতে পারে না। মোজতাহেদের বড় সাহস। হাডডি খোরদানরা দান্দান বায়েদ!! অর্থাৎ—হাড় খাইবার জন্য দন্ত চাই।"

পাঠক, এইরূপ একজন বিখ্যাত পীর অলিয়ে-কামেল মাওলানা ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার করা মৌলবী ছাহেবের কি ভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে? আরবি শিক্ষার কি এই সুফল ফলিতে লাগিল? অহঙ্কার ও গৌরবের পরিণাম কি, তাহা কি মৌলবী ছাহেব জানেন না?

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন;—

من عدي الى وليا فقد اذنته بالحرب☆

"খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সহিত শত্রুতাভাব পোষণ করে, আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সংবাদ দিতেছি।"

আরও জনাব নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন;—

لعن آخر هذه الامة اولها☆

"শেষকালের লোক প্রাচীন লোকদিগের প্রতি ধিক্কার করিবে।"

নেহায়ার টীকা, মুহিত, মেরকাত, আলমগিরি ফৎহোলকদির ও নফয়োল-মুফতি ইত্যাদি কেতাবে আখেরে-জোহরের নিয়ত ছহিহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মৌলবী ছাহেব উহার ১৬ পৃষ্ঠায় উক্ত নিয়তটি নাজায়েজ বলিয়া লিখিয়াছেন, এক্ষণে তিনি নূতন এমাম হইলেন কিনা? তাহার সাহসকে ধন্যবাদ নিতে হইবে কিনা? এরূপ কেয়াছ করিবার দাঁত জনাব মৌলবী ছাহেবের আছে কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়। মৌলবী ছাহেব অনেক স্থলে কোন কেতাবের কিছু অংশ লিখিয়া কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কতক স্থলে এক কেতাবের কিছু অংশ লিখিয়া উহার টীকার কথা উল্লেখ করে নাই। পাঠক যথাস্থলে মৌলবী ছাহেবের মতামতের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে মূল মন্তব্য শুনুন ও বুঝুন।

জুমার প্রথম শর্ত্তের ব্যাখ্যা

এমাম আজম (রঃ) জুমা ছহিহ হওয়ার জন্য মেছের হওয়ার শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

হানাফি আলেমদিগের মধ্যে মেছের অর্থ লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে।

জামেয়োর-রমুজ, বোখারির টীকা, আয়নি ইত্যাদি গ্রন্থে মেছেরের বহু প্রকার অর্থ লিখিত আছে;—

প্রথম, এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানে অনেকগুলি বাজার, গলি ও পল্লি থাকে, একজন বিচারক (কাজি) থাকেন, যিনি প্রপীড়িত প্রজাদের প্রতিকার করিতে পারেন এবং একজন আলেম থাকেন, যিনি শরিয়তের ফৎওয়া প্রকাশ করেন, তাহাকেই মেছের বলে।

দ্বিতীয়, এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এক রেওয়াএতে বলিয়াছেন, যে স্থানে একজন আমির ও একজন কাজি থাকেন, যাহাদের হুকুমে শরিয়তের আহকাম ও হদ প্রচলিত হইতে পারে, তাহাকেই মেছের বলে। (চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া, ব্যভিচারিকে বেত্রাঘাত কিম্বা প্রস্তারাঘাত করা ও মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি কার্য্যগুলিকে হদ বলে।)

তৃতীয়, এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) অন্য রেওয়াএতে বলিয়াছেন, যে স্থানের বড় মসজিদে তথাকার মুছলমানদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, উহাকে মেছের বলে।

চতুর্থ, এমাম মোহম্মদ বলিয়াছেন মুছলমান বাদশাহ যে স্থানটি মেছের নামে নির্ব্বাচন করেন, উহাকে মেছের বলে।

পঞ্চম, কোন কোন আলেম বলেন, যে স্থানে তথাকার অধিবাসিদের শান্তিদায়ক প্রত্যেক বিষয় পাওয়া যায়, তাহাকে মেছের বলে।

ষষ্ঠ, কোন কোন আলেম বলেন, যে স্থানে নানাবিধ ব্যবসায়ী লোক বাস করে এবং তাহারা তথায় ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে তাহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে হয় না, উহাকে মেছের বলে।

সপ্তম, কোন কোন আলেম বলেন, যে স্থানে অধিবাসীদের সংখ্যা দশ সহস্র হয়, তাহাকে মেছের বলে।

অষ্টম, কোন আলেম বলিয়াছেন, যাহাকে গণনার সময় শহর বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহাকে মেছের বলে, যথা—বোখারা ইত্যাদি।

নবম, কোন কোন ফকিহ বলিয়াছেন, যে স্থানে লোকের জন্ম ও মৃত্যুতে লোক সংখ্যা কম বলিয়া বোধ হয় না, উহাকে মেছের বলে।

দশম, কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যে স্থানে তথাকার অধিবাসিগণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত শত্রুকে তাড়াইতে পারেন, কিম্বা যে স্থানে প্রত্যেক দিবসে কোন না

কোন লোক ভূমিষ্ঠ হয়, বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যে স্থানের অধিবাসিদিগকে সহজে গণনা করা যায় না, অথবা তথায় দশ সহস্র যোদ্ধা বাস করে বা এক সহস্র নাগরিক লোক থাকে, তাহাকে মেছের বলে।

হানাফি আলেমগণ ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি মতের ফৎওয়া দিয়াছেন। শামি কেনায়া ও কানজের টীকা আয়নিতে লিখিত আছে যে, এমাম আজমের মতটি (প্রথম মতটি) বেশী ছহিহ।

আলমগিরি, জহিরিয়া ও কাজিখান কেতাবে দ্বিতীয় মতটি জাহের রেওয়াএত বলা হইয়াছে। খোলাছা ও তাতারখানিয়া কেতাবে দ্বিতীয় মতটি বিশ্বাসযোগ্য বলা হইয়াছে। মোজমারাত কেতাবে দ্বিতীয় মতটি বেশী ছহিহ বলা হইয়াছে।

দোর্রোল-মোখতার কেতাবে 'মোজতবা' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অধিকাংশ ফকিহ আলেম তৃতীয় মতটি ফৎওয়া-গ্রাহ্য বলিয়াছেন। শামি কেতাবে আছে, আবু শৌজা বলিয়াছেন, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মত। অলওয়ালজিয়া ও বাহরোর-রায়েকে উহাকে ছহিহ বলা হইয়াছে। বেকায়া, মোখতার, দোরার ও শরাহে-বেকায়াতে এই মতটি মনোনীত বলা হইয়াছে। আরকান-আরবায়া'তে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন যে, কোন কোন স্থান উপরোক্ত তিনটি ছহিহ মতানুযায়ী মেছের হইতে পারে। আর কোন কোন স্থান এক মতানুযায়ী মেছের হইবে এবং অন্য মতানুযায়ী মেছের নহে।

জুমার দ্বিতীয় শর্ত্তের ব্যাখ্যা

জুমা জায়েজ হইবার দ্বিতীয় শর্ত্ত বাদশাহের উপস্থিত হওয়া কিম্বা বাদশাহের অনুমতি প্রাপ্ত কোন আমির, কাজি বা খতিবের উপস্থিত হওয়া। ইহাই এমাম আজমের মত, তাহা হইলে এই মতানুযায়ী বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েবের অনুপস্থিতিতে জুমা জায়েজ হইতে পারে না।

আলমগিরিতে আছে যে, "মুছলমান বাদশাহ অভাবে মুছলমানগণ একজন কাজি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার অনুমতিতে জুমা সম্পন্ন করিবেন।" ইহা শেষ কালের আলেমদের মত, এই মতানুযায়ী বাদশাহ অভাবে জুমা জায়েজ হইতে পারে। এক্ষণে মৌলবি সেরাজদ্দিন ছাহেবের মতগুলির অসারতা বুঝুন।

মৌলবী ছাহেব উক্ত কেতাবের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"শরহে-বেকায়া ও দোর্রোল-মোখতারে মোছান্নেফগণ এই দ্বিতীয় কওলকে পছন্দ করিয়া মেছের বলিয়া তরজি বা ফৎওয়া দিয়াছেন।"

তাহকিক ;—

মৌলবি ছাহেব এমাম আবু ইউছোফের (রঃ) দ্বিতীয় মতকে কেবল ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য একটি ছহিহ মতের ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবার কোনই কথা লেখেন নাই। যদিও যে স্থানের মছজিদে তথাকার অধিবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হয় না, সেই স্থানকে উপরোক্ত কেতাবগুলিতে মেছের বলা হইয়াছে, কিন্তু ফৎহোল-কদির, আলমগিরি, কাজিখান ও জহিরিয়া কেতাবে এমাম আবু ইউছোফের (রঃ) প্রথম মতকে জাহের রেওয়াএত বলা হইয়াছে।

কবিরিতে লিখিত আছে, হেদায়া কেতাবে এমাম আবু ইউছোফের (রঃ) প্রথম মতকে মনোনীত বলা হইয়াছে, ইহা মেছেরের ছহিহ তফছির। মৌলবী ছাহেব কেবল মেছেরের একটি তফছির, অন্য ছহিহ তফছির দুইটি উল্লেখ করিলেন না কেন?

মৌলবী সাহেব উক্ত কেতাবের ৭/৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

আরকান আরবায়া, মজমুয়া ফাতাওয়া, আলমগিরি ইত্যাদি কেতাবে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহের উপস্থিতি বা অনুমতি জুমার জন্য শর্ত্ত নহে, উহা মোস্তাহাব।

তাহকিক ;—

মৌলবী সাহেব উক্ত পুস্তকে কেবল এমাম আজমের (রঃ) মত গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং অন্যের কেয়াছ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম আজম বলেন, বাদশাহের উপস্থিতি বা অনুমতি ভিন্ন জুমা জায়েজ হইবে না, এক্ষণে যাহারা মোজতাহেদ নহেন, তাঁহাদের কেয়াছ তিনি কি জন্য গ্রহণ করিলেন?

☆اتمرون النس بالبر وتنسون انفسكم☆

"তোমরা লোককে সৎকার্য্যের হুকুম কর, আর আপনাদিগের সম্বন্ধে ভুলিয়া যাও।"

মৌলবী সাহেব উহার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"আওয়াল তফছির কিম্বা ছানি তফছিরের মজমুনের মতাবেক, যে মোকাম অথবা

গ্রাম মেছের অর্থাৎ শরায়ি শহর বলিয়া গণ্য হইবে তথায় জুম্মার নামাজ আদায় করা ফরজ এবং দোরস্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেস্থানে আখেরে-জোহর পড়িবার কোন জরুরত নাই (আবশ্যক) নাই।"

তাহকিক ;—

অনেক আলেম এমাম আবু ইউছোফের (রঃ) প্রথম মতটি ফৎওয়াগ্রাহ্য বলিয়াছেন এবং অনেকে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

যে স্থানে একজন আমির ও একজন কাজি থাকেন, যাহাদের হুকুমে শরিয়তের আহকাম ও হদ প্রচলিত রহিয়াছে এবং যে স্থানের বৃহৎ মসজিদ তথাকার অধিবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হয় না, এইরূপ স্থানকে উভয় তফছির অনুযায়ী মেছের বলা যাইতে পারে ও তথায় নিঃসন্দেহে জুমা জায়েজ হইবে। আর যেস্থানে কাজি ও আমির থাকেন ও শরার হদ জারি থাকে, কিন্তু মুছলমানদের দ্বারা তথাকার বড় মসজিদ পরিপূর্ণ না হয়, এইরূপ স্থলে এমাম আবু ইউছোফের (রঃ) প্রথম তফছির অনুসারে জুমা জায়েজ হইবে এবং দ্বিতীয় তফছির অনুসারে জুমা জায়েজ হইবে না।

আর যে স্থানের বড় মসজিদে মুছলমানদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, কিন্তু আমির, কাজি ও শরার হদ প্রচলিত না থাকে, এইরূপ স্থলে প্রথম তফছির অনুসারে জুমা জায়েজ হইবে না, কিন্তু দ্বিতীয় তফছির অনুযায়ী জুমা জায়েজ হইবে।

এক্ষণে মৌলবী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি উভয় তফছিরের ছহিহ হওয়া স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষেত্রে যে স্থানে এক তফছির অনুযায়ী জুমা জায়েজ হয়, আর দ্বিতীয় তফছির অনুসারে জুমা জায়েজ না হয়, এইরূপ স্থলে কি ফৎওয়া দিবেন? প্রাচীন আলেমদিগের মতে যে স্থানে জুমা জায়েজ হয় না কিন্তু পরবর্ত্তী আলেমগণের মতে জুমা জায়েজ হয়, এক ফৎওয়া অনুযায়ী জুমা জায়েজ হয় না, কিন্তু অন্য ফৎওয়া অনুযায়ী জুমা জায়েজ হয়, এরূপ ক্ষেত্রে জুমা পড়া নিতান্ত আবশ্যক (ফরজ) হইলে ও ইহাতে যে একেবারে সন্দেহ নাই, এরূপ ফৎওয়া কিরূপে প্রকাশ করিলেন? তকছির আহমদি, ৭০৮ পৃষ্ঠা;—

ومما ينبغي ان يعلم انه كما شرط لوجوب الجمعة الشروط الستة المذكورة كذلك يشترط الصحة اداتها ستة اخرو المصر او فنائه والسلطان او نائبه ووقت الظهر ولخطبة والاذن العلم ولا يصح اداء الجمعة بدونها وقد طال الكلام في زماننا بين ايدي الانام في وجدان

الشـرطـيـن الاولـيـن لان فى معنى المصر اختلافا فيه امير و فيه قاض ينفذ احـكـام ويـقـيـم الحدود و قيل ما لا يسع اكبر مساجده و المعنى الاول لا يـوجـد الا نـادا و ان كـان الـمـعـنـي الثـانـي المختار منها يوجد فى اكثر الـمـواضـع وفى السلطان او نائبه لا ندرى شرط الحضور لم يكفى الاذن وان كـان كـلام صـاحـبـا الـكـشـاف يشيـر الـى انـه يجب الاذن عند عدم الحضور و لهذا افتر قوا فرقا مختلفا فقليل منهم من تر كوا الجمعة اصلا وطـائـفـة اكـتـفـوا بـهـا فـقـط و بعضهم ادوا الظهر فى منزلهم ثم سعوا الى الـجـمـعـة واكثرهم داموا على ادائها اولا علما منهم بانها من اكبر شعائر الاسـلام و الـتـزمـوا بـعـدها اداء الظهر لكثرة الشكوك فى شانها و غلبة الاو هـام وان كـان لا يـجـوز الـجـمـع بين الفوضين عند اهل الاسلام☆

ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, যেরূপ জুমা ওয়াজেব হইবার জন্য ছয়টি শর্ত্ত আছে, সেইরূপ জুমা ছহিহ হইবার জন্য আরও ছয়টি শর্ত্ত আছে। প্রথম শহর বা শহরতলি হওয়া, দ্বিতীয় বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েব হওয়া, তৃতীয় জোহরের ওয়াক্ত হওয়া চতুর্থ খোৎবা পাঠ করা, পঞ্চম জামায়াত (এমাম ব্যতীত অন্ততঃ) তিনজন লোক উপস্থিত হওয়া ও ষষ্ঠ এজনেআম থাকা (কাহারও পক্ষে জুমার স্থানে নামাজের জন্য আসিতে কোন নিষেধ না থাকা)। এই ছয়টি শর্ত্ত ব্যতীত জুমার নামাজ ছহিহ হয় না। বর্ত্তমানে প্রথম দুইটি শর্ত্ত পাওয়া যায় কিনা, ইহা লইয়া লোকের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, কেননা মেছেরের অর্থে মতভেদ হইয়াছে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, যে স্থানে একজন আমির ও একজন কাজি থাকেন, যাহারা শরিয়তের আহকাম ও হদ জারি করেন, তাহাকে মেছের বলে। কোন কোন আলেম বলেন, যে স্থানের বড় মসজিদে তথাকার অধিবাসীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, তাহাকে মেছের বলে। যদিও দ্বিতীয় মর্ম্মটি পছন্দ মত এবং তদুনযায়ী অনেক স্থলকে মেছের বলা যায়, তথাচ প্রথম মর্ম্মানুসারে অধিকাংশ স্থানকে মেছের বলা যাইতে পারে না। যদিও তফছির কাশ্যফ প্রণেতার কথায় বুঝা যায় যে, বাদশাহের অনুপস্থিতি কালে তাহার অনুমতি লওয়া ওয়াজেব, তথাচ (নিশ্চিতরূপে) জানি না যে, (জুমার স্থানে) বাদশাহের উপস্থিতি হওয়া শর্ত্ত, কিম্বা অনুমতিতেই চলিবে। এই সমস্ত কারণে হানাফি আলেমগণ কয়েক দলে বিভক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অল্প লোকই একেবারে জুমা ত্যাগ করিয়াছেন,

কতক লোক কেবল জুমা পড়িয়া থাকেন, কতক লোক (প্রথম) বাটিতে জোহর পড়িয়া, তৎপরে জুমা পড়িতে যান। অধিকাংশ আলেম জুমাকেই ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ধারণায় সর্ব্বদা প্রথমে জুমা পড়েন এবং যদিও মুছলমানদিগের নিকট দুই ফরজ একসঙ্গে পড়া সিদ্ধ নহে, তথাচ জুমার বিষয় অতিরিক্ত সন্দেহ হওয়ায়, জুমার পর জোহরপড়া লাজেম (ওয়াজেব) স্থির করিয়াছেন।

দোর্রোল-মোখতার;—

واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وم صححوه☆

প্রধান ফকিহ আলেমগণ যাহা ছহিহ স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তাহাই আমরা (হানাফিগণ) মান্য করিতে বাধ্য হইব।

হে মৌলবী ছাহেব, আপনি ফৎওয়া দিলেন যে, এতদ্দেশে সাধারণতঃ বিনা সন্দেহে জুমা আদায় হইবে এবং আখেরে-জোহর পড়িবার আবশ্যক নাই, কিন্তু উপরোক্ত তফছিরে প্রমাণিত হইল যে, অধিকাংশ প্রধান হানাফি আলেম বলিয়াছেন যে, জুমার নামাজে অতিরিক্ত সন্দেহ হওয়ায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব। আর হানাফিগণ অধিকাংশ বিদ্বানদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। এক্ষেত্রে হানাফিদের পক্ষে মৌলবী সেরাজদ্দিন সাহেবের মতাবলম্বন করা আবশ্যক হইবে, কিম্বা প্রধান প্রধান আলেমের ফৎওয়া মান্য করিতে হইবে, ইহাই পাঠকের বিচারাধীন।

মৌলবী ছাহেব উক্ত কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় তাহতাবী ও মিজান শা'রাণি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদতায়ালা জুমার দিবসে জোহরের নামাজ ফরজ বা ওয়াজেব করেন নাই, বরং কেবল জুমা আদায় করা ফরজ করিয়াছেন।

তাহকিক ;—

উক্ত কেতাবদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে, জুমা জায়েজ হইবার জন্য যে শর্ত্তগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে স্থানে উক্ত শর্ত্তগুলি নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইবে, তথায় জুমা আদায় করা ফরজ এবং জোহর ত্যাগ করা আবশ্যক হইবে।

আর যে সমস্ত স্থলে উক্ত শর্তগুলি একেবারে না পাওয়া যায়, তথায় জোহর পড়া ফরজ ও জুমা ত্যাগ করা আবশ্যক হইবে, কিন্তু যে সমস্ত স্থলে জুমার শর্ত্ত পাওয়া যায় কিনা, জুমা ফরজ, কি জোহর ফরজ হয় ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা সঙ্কট হয়, তথায় কি করিতে হইবে, এই মছলার সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা উপরোক্ত কেতাবদ্বয়ে বর্ণিত হয় নাই, তাহা হইলে উপরোক্ত দলীলে আখেরে-জোহর পড়ার অনাবশ্যকতা সাব্যস্ত হয় না।

এবনোল-হোমাম ফৎহোল-কদিরে লিখিয়াছেন ;—

مـالـم يتـحقق وجود الشرط لم يحكم بوجود الجمعة فلم يحكم بسقوط الفرض ☆

"যতক্ষণ জুমার শর্ত্ত নিশ্চিতরূপে পাওয়া না যায়, ততক্ষণ জুমা আদায় ও জোহর ছাকেত হইবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না।

ছহিহ মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে;—

اذا شک احـدکـم فی صـلا تـه فـلـم یدر کم صلي ثلثا او اربعا فليطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین☆

যদি কেহ নামাজের মধ্যে সন্দেহ করে এবং তিন রাকায়াত হইয়াছে কিম্বা চারি রাকায়াত হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করিতে না পারে, তবে সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থে তিন রাকায়াত ধারণা করিয়া উহার সহিত আর এক রাকায়াত নামাজ যোগ করিবে ও দুইটি ছোহ ছেজদা করিবে।"

যদি প্রকৃত পক্ষে সন্দেহের পূর্ব্বে তিন রাকায়াত হইয়া থাকে, তবে এই শেষ রাকায়াতে চারি রাকায়াত হইয়া যাইবে। আর যদি চারি রাকায়াত হইয়া থাকে, তবে এই রাকায়াতে পাঁচ রাকায়াত হইয়া যাইবে, এক রাকায়াত বেশী হওয়ায় নামাজ বাতীল হইবে না।

এইরূপ সন্দেহ স্থলে জুমা ফরজ, কিম্বা জোহর ফরজ, ইহা স্থির করিতে না পারিলে, প্রথমে জুমা পড়িয়া তৎপরে আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব হইবে। যদি জুমা জায়েজ হয়, তবে আখেরে জোহর কাজা বা নফল নামাজে পরিণত হইবে। আর যদি জুমা জায়েজ না হয়, তবে তাহার উপর যে ওয়াক্তিয়া জোহর ফরজ থাকে, তাহাই আদায় হইয়া যাইবে।

মূল কথা এই যে, যদি উপরোক্ত প্রকার সন্দেহে এক রাকায়াত নামাজ যোগ করা ও ছোহ ছেজদা করা ওয়াজেব হয়, তবে যে স্থলে জুমার প্রতি সন্দেহ হয়, তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব হইবে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়া আজিজির দ্বিতীয় খণ্ডের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

صـحـت اداي جـمـعه نزد قد ماء حنفيه مشروط بسلطان يا نائب سـلطان اسـت متـاخـريـن ايشان در عهد چنگيز يه فتوي! داده اند با انكه هر گله

ازطرف كفارو الي مسلمان درشهر متمكن باشد او حكم سلطان دارد و اقامت جمعه و اعياد ازوي صحيح است و كسا قيكه صتاخر نر شدند ازين قدرهم توسع كردند فى العالمگير يه بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة و يصير القضي قاضيا بتراضي المسلمين و يجب عليهم ان يلتمسوا و اليا مسلما كذا في معراج الدراية انتهى ئس اينها اجمعا اهل بلد راقائم مقام تعين سلطان ساختند – بالجمله اداى چهار ركعت علي سبيل الاحتياط ضرور است☆

প্রাচীন হানাফি আলেমগণের মতে বাদশাহ কিম্বা বাদশাহের নায়েবের উপস্থিতি বা অনুমতি ভিন্ন জুমা জায়েজ হইতে পারে না। পরবর্ত্তী আলেমগণ চঙ্গেজ খাঁর রাজত্ব কালে ফৎওয়া দিয়াছেন যে, কোন শহরে কাফের বাদশাহের পক্ষ হইতে মুছলমান হাকিম নির্ব্বাচিত হইলে তিনি বাদশাহ স্বরূপ হইবেন এবং তাঁহার অনুমতিতে জুমা ও ঈদ স্থাপন করা জায়েজ হইবে। তৎপরবর্ত্তী আলেমগণ ইহা অপেক্ষা সহজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলমগিরী কেতাবে মেরাজোদ-দেরায়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে শহরের হাকিমগণ কাফের হয়, তথায় মুছলমানগণ যাহাকে কাজি নির্ব্বাচন করিবেন, তিনিই কাজি হইবেন এবং জুমা স্থাপন করিতে পারিবেন। আরএকজন মুছলমান হাকিম প্রার্থনা করা তাহাদের উপর ওয়াজেব। অতএব এই আলেমগণ শহরবাসিদের এজমাকে (একতাকে) বাদশাহের অনুমতি ধারণা করিয়াছেন।

মন্তব্য এই যে, নিশ্চিতরূপে ওয়াজেবি কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য চারি রাকায়াত (আখেরে-জোহর) পড়া আবশ্যক (ওয়াজেব)।

মৌলবী সাহেব উক্ত কেতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"যদি জুমা ফাছেদ হওয়ার সন্দেহ করিয়া কিম্বা জুমা ও জোহর উভয়কে ফরজ ওয়াজেব এতেকাদ করিয়া আখেরে-জোহর পড়ে, তাহা হইলে আখেরে-জোহর তরক করা আওলা। যেমন বাহরোর-রায়েক, দোর্রোল-মোখতার, নাফয়োল-মুফতি, মারাকিল ফালাহ, তাহতাবি, ফৎওয়ায়-শামি ও মজমুয়া ফৎওয়া ইত্যাদি কেতাবে আছে।"

তাহকিক ;—

মৌলবী সাহেব যে সমস্ত কেতাবের নাম লিখিয়াছেন, উহার অবস্থা পরেই জানিতে পারিবেন। মৌলবী সাহেব লিখিয়াছেন যে, জুমার নামাজ ফাছেদ হওয়ার সন্দেহ করিয়া

আখেরে-জোহর পড়া উচিত, কিন্তু যদি তিনি ফেকার কেতাব আদ্যোপান্ত দেখিতেন, তবে এরূপ ভ্রমাত্মক কথা লিখিতে সাহস করিতেন না।

তফছির আহমদি ৭০৮ ;—

واكثرهم داموا على ادائها او لا علما منهم بانها من اكبر شعائر الاسلام والتزموا بعدها اداء الظهر لكثرة الشكوك فى سانهاو غلبة الا وهام☆

"অধিকাংশ ফকিহ্ আলেম জুমাকে শরিয়তের প্রধান অঙ্গ বুঝিয়া, প্রথমে জুমা পড়েন এবং জুমার নামাজে বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জুমার পরে জোহর পড়া ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।"

ফৎহোল-কদির, ২৪৮ পৃষ্ঠা ;—

فاذا اشتبه علي الانسان ذلك ينبغي ان يصلى اربعا بعد الجمعة ينوى بها اخرفرض ادركت وقته ولم اؤد بعد فان لم تصح لجمعة وقعت ظهره وان صحت كافت ففلا و كذا اذا تعددت الجمعة وشك فى ان جمعته سابق اولا ينبغى ان يصلى ما قلنا☆

"যে কোন স্থানের শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ হইলে, তথায় জুমার পরে আখেরা-ফারজেন নিয়তে চারি রাকয়াত নামাজ পড়াই চাই। যদি জুমা ছহিহ না হয়, তবে তাহার উপর যে জোহর ফরজ থাকে, তাহাই আদায় হইবে। আর যদি জুমা ছহিহ হয়, তবে উহা নফল হইবে। এইরূপ যে শহরে একাধিক জুমা পড়া হয় এবং কোন মসজিদে প্রথম জুমা পড়া হইয়াছে তাহা না জানা যায়, সেই স্থানেও চারি রাকায়াত নামাজ উক্ত নিয়তে পড়া চাই।"

মনিয়ার টীকা কবির, ৫১২ পৃষ্ঠা;—

وعن هذا وعن الاختلاف فى المصر قالوا في كل موضع وقع الشك فى جواز الحمعة ينبغى ان يصلى اربع ركعات وينوي الظهر حتي لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدي فرض الوقت بيقين كذا فى الكفى☆

"কাফি কেতাবে লিখিত আছে,—এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ কিনা ও শহর কাহাকে বলে, ইহাতে আলেমগণের মতভেদ হইয়াছে। এই হেতু ফকিহ আলেমগণ বলিয়াছেন যে সমস্ত স্থানে জুমা জায়েজ হওয়ার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় চারি

রাকায়ত জোহর পড়াই চাই। কেননা যদি তথায় জুমা ফরজ না হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকের উপর যে জোহরের নামাজ ফরজ থাকে, তাহাই নিশ্চিতরূপে আদায় হইয়া যাইবে।"

আলমগিরি, ৯৩ পৃষ্ঠা;—

ثم فی کل موضع وقع الشک في جواز الجمعة اووقوع الشک فی المصر و غیره و اقلم اهله الجمعة ینبغی ان یصلوا بعد الجمعة اربع رکعت وینو و ابها الظهر حتی لو لم تقع الجمعة موقعها یخرج عن عهده فرض الوقت بیقین☆

"যে স্থানের শহর ইত্যাদি হওয়ার সন্দেহ হয় এবং তজ্জন্য জুমা জায়েজ হওয়ার সন্দেহ উপস্থিত হয়, আর তথাকার অধিবাসিগণ জুমা পড়েন, তবে তাঁহাদিগকে তথায় জুমার পরে চারি রাকায়াত নামাজ জোহরের নিয়তে পড়াই চাই, কেননা যদি জুমা জায়েজ না হয়, তবে নিশ্চিত ওক্তিয়া ফরজ যাহা তাঁহাদের উপর ফরজ ছিল আদায় হইয়া যাইবে।"

মেরকাতে লিখিত আছে;—

واختلفا فی حد المصر اختلافا کثیرا قل یتفق وقوئه فی بلد ولذا قلوا في کل مرضع وقع الشک في صحة اداء الجمعة ینبغی ان یصلي اربعا بعد الجمعة ینوی بها اخر فرض ادرکت وقته ولم اوده فان لم تصح الجمعة وقعت ظهره وان صحت وکان علیه ظهر یسقط الا فنفل☆

"হানাফি আলেমগণ শহরের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন—যাহা শহরের মধ্যে অতি অল্পই পাওয়া যায়, সেই হেতু তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে কোন স্থানে জুমা ছহিহ হওয়ার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তথায় জুমার পরে আখেরা ফরজের নিয়তে চারি রাকয়াত নামাজ পাঠ করাই চাই। যদি জুমা ছহিহ না হয়, তবে ওক্তিয়া জোহর আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি জুমা ছহিহ হইয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বেকার জোহরের কাজা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি জোহর কাজা না থাকে, তবে উহা নফল নামাজে পরিণত হইবে।"

মুহিত কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে;—

كل موضع وقع الشك فى كونة مصرا ينبغى لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا☆

"যে স্থানটির শহর হওয়ার সন্দেহ থাকে, তথাকার অধিবাসিদিগকে নিশ্চিতরূপে ফরজ আদায়ের জন্য জুমা পড়িবার পরে জোহরের নিয়তে চারি রাকায়াত নামাজ পড়িতে হইবে।"

নেহায়ার টিকা;—

واذا وقع الشك فى صحة اداء الجمعه لفقد بعض الشر ائط ينبغي ان يصلى بعد الجمعة اربع ركعات احتياطا☆

"যদি কোন শর্ত্তাভাবে জুমা জায়েজ হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে তবে নিঃসন্দেহে ফরজ আদায়ের জন্য জুমার পরে চারি রাকয়াত পড়াই চাই।"

মাকামাতে-এমাম রাব্বানির ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "হজরত এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে-আলফে-ছানি (রঃ) আখেরে-জোহর নামাজ পড়িতেন।"

পাঠক, এক্ষণে বহু কেতাব হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জুমার শর্ত্তের প্রতি সন্দেহ হওয়ায় জুমা পড়া ফরজ হইলেও উহাতে যে সন্দেহ আছে উহা সুনিশ্চিত। সেই হেতু আখেরে-জোহর পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে, যদি ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ না হইত, তবে কি জন্য আখেরে-জোহর পড়িবার ব্যবস্থা হইত?

আরও ইহা অবগত হওয়া গেল যে, যাহারা আখেরে-জোহর পড়েন, তাঁহাদের নামাজ নিঃসন্দেহে আদায় হইবে। যদি প্রকৃত পক্ষে তথায় জুমা ফরজ থাকে, তবে জুমা আদায় হইয়া যাইবে, আর যদি জোহর ফরজ থাকে, তবে জোহর আদায় হইবে। বরং যাহারা কেবল জুমা আদায় করেন তাঁহাদের নামাজে সন্দেহ থাকে। কেননা যদি শর্ত্তাভাবে জুমা আদায় না হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেক বৎসরে ৫২ টি জোহর তাঁহার উপর ফরজ রহিল, এজন্য কেয়ামতে খোদার নিকট তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

মৌলবী সাহেব লিখিয়াছেন, উপরোক্ত কেতাব সমুহে বর্ণিত আছে যে, জুমা ও জোহর উভয়কে ফরজ, ওয়াজেব এতেকাদ করিয়া আখেরে-জোহর পড়া অনুচিত।

তাহকিক ;—

ইহাতেমৌলবী সাহেব কারিগিরি অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বাহরোর-রায়েক ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, জুমার দিবসে জুমা ও জোহর উভয়কে ফরজ জানা নিষিদ্ধ

কিন্তু আখেরে-জোহরবাদী কোন আলেম উভয়কে ফরজ বলেন না। তাঁহারা বলেন, যে স্থানটী নিশ্চিতরূপে শহর প্রমাণিত হইয়াছে, অন্যান্য সমস্ত শর্ত্ত তথায় পাওয়া যায় এবং উক্ত শহরে একমাত্র মছজিদে সকলেই জুমা পড়েন, তথায় নিশ্চয় জুমা ফরজ হইবে। জোহর ফরজও নহে বা পড়িতেও হইবে না। আর বন-জঙ্গলে জোহর ফরজ হইবে, জুমা ফরজ নহে এবং পড়িতেও নাই।

আর যে সমস্ত স্থানে শহর ইত্যাদি শর্ত্তের উপর সন্দেহ থাকে বা একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় হয় জুমা ফরজ হইবে, না হয় জোহর ফরজ হইবে, কিন্তু কোন্‌টি প্রকৃত ফরজ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ খোদাতায়ালাই জানেন। আলেমগণ নিশ্চিতরূপে উহার কোন একটি স্থির করিতে না পারিয়া উভয় নামাজ পড়িতে বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে একটি ফরজ হইবে ও অন্যটি নফল হইবে। আখেরে-জোহর পড়া দলীল-জান্নি হইতে সাব্যস্ত হইল বলিয়া উহাকে ওয়াজেব বলা যুক্তিসঙ্গত। যদিও উভয়কে ফরজ বলা অনুচিত বলিয়া উক্ত কেতাবে লিখিত হইয়াছে, তথাচ জুমাকে ফরজ ও সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আখেরে-জোহরকে ওয়াজেব বলায় কি দোষ হইবে?

যদিও যাহা কাৎয়ী (নিঃসন্দেহের) দলিল হইতে সাব্যস্ত হয়, উহাকে ফরজ বলা হয়। আর যাহা জান্নি (সন্দেহযুক্ত দলীল) হইতে সাব্যস্ত হয়, উহাকে ওয়াজেব বলা হয়, তথাচ কখন কখন ফরজকে ওয়াজেব এবং ওয়াজেবকে ফরজ বলা হইয়া থাকে। এই হিসাবে আখেরে-জোহর ওয়াজেব নামাজকে ফরজ নিয়তে পড়িলেও কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

মাওলানা অবাদুল হাই ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডে (৩২২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

اگر چه اس مسئله مین جواز وعد جواز مین چار رکعت آجر ظهر کي
نهت سا اختلاف هے لیکن صاحب رد المختار نے بعد رد و قدح بهت
کے پر هنا اخر ظهر کا جوب تحقیتا سے پابت کیا هے بلکه وقت قائم
هونے شک واشتباه جمعه کے صحیح هونے مین واجب لکها هے اور
واجب عمل میس حکم فرض کا رکهتا هے اور فرض کا بهي اوسیر
صحیح هے تو اس راه سے اگر ان چارون رکعت واجب کو بهی فرض
کهے اور فرض کے نیت سے پرهے تو درست هے اور منع کرنا درست
نهیت اور چونکه نیت مین آخر ظهر کے عولم الناس بلکه بعضے –

جواص بهی بهت کچه اختلاف کرتے هین اسواسطے لکهتا هون کهحق
یه هے که فرض کے نیت سے ادا کرے تاجمعه صحیح نهونے کے
صورت مین ظهر کے فرض سے خلاصي پاوے اور یهي مقتضي دلیلون
کاهے بلکه تصریح لفظ فرض کی بهي اوس نے فتح سے نقل کی هے
انتهي ا مخلص ☆

"যদিও আখেরে-জোহার জায়েজ ও নাজায়েজ হইবার মছলায় আলেমদিগের অনেক মতভেদ হইয়াছে, তথাচ শামি প্রণেতা অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর আখেরে-জোহর পড়িবার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন। বরং জুমা জায়েজ হওয়ার সন্দেহ হইলে আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব লিখিয়াছেন। ওয়াজেবে-আমল ফরজের তুল্য এবং ওয়াজেবকে ফরজ বলাও সিদ্ধ, এই হিসাবে এই চারি রাকায়াত ওয়াজেবকে ফরজ বলা ও ফরজের নিয়তে পড়া জায়েজ হইবে এবং এইরূপ বলিতে ও পড়িতে নিষেধ করা জায়েজ নহে। যেহেতু আখেরে-জোহরের নিয়তে সাধারণ লোক বরং কতক আলেম ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, সেই হেতু লিখিতেছি যে, সত্য মত এই যে, ফরজের নিয়তে আদায় করিতে হইবে, কেননা জুমা ছহিহ না হইলে, তাহার প্রতি যে জোহর ফরজ থাকে, তাহাই আদায় হইয়া যাইবে। ইহা দলীল-সঙ্গত মত, বরং তিনি ফৎহোল-কদির হইতে স্পষ্ট ফরজ শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৌলবী ছাহেব উক্ত কেতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"বাহরোর-রায়েক অলা লিখিয়াছেন, আখেরে-জোহর মাদ্দায় বহুত ফাছাদ ও খারাবী পয়দা হওয়ার কারণ বশতঃ আমাদের জামানায় না পড়া খুব ভাল এবং আমি বহুত বার না পাড়িবার ফতোয়া দিয়াছি।"

তাহকিক ;—

দোর্রোল-মোখতারে 'বাহরোর-রায়েক' হইতেঐরূপ লিখিত আছে, কিন্তু আল্লামা শামি ইহার কিরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা শুনুন;—

শামি প্রথম খণ্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা;—

وفيه نظر بل هو الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين لان جواز
التعدد وان كان ارجح و اقوي دليلا لكن فيه شبهة قوية لان خلافه مروي

عن ابى حنيفة ايضا و اختره الطحاوى والتمر تاشي وصاحب المختار و جعله العتابي الاظهر وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك و احدي الروايتين عن احمد كما ذكره المقدسي في رسالة نور الشمعة في ظهر الجمعة بل قال السبكي من الشافعية انه قول اكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه وقد علمت قول البدائع انه ظاهر الرواية و في شرح المنية عن جوامع الفقه انه اظهر الروايتين عن الاسلم قال في النهر وفى الحاوى القدسي و عليه الفتوي وفى التكملة للرازى وبه نأخذ اه فهو حينئذ قول معتمد فى المذهب لا قول ضعيف ولذا قال في شرح المنية الاولي اهو احتياط لان الخلاف فى جواز التعدد وعدمه قوي وكون الصحيح الجواز للضرورة للفتوي لا يمنع شرعيه الاحتياط للتقوى اه قلت على انه لو سلم ضعفه فالخروج عن خلافه اولي فكيف مع خلاف هؤلاء الائمة وفى الحديث المتفق عليه فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه و عرضه و لذا قال بعضهم فيمن يقضى صلاة عمره مع انه لم يفته منها شئ لا يكره لانه اخذ بالاحتياط وذكر في القنية انه احسن ان في صلاته خلاف المجتهدين و يكفينا خلاف من مر و نقل المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم ان يصلو بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا حتي انه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر و مثله في الكفي - و في القنية لما ابتلى اهل مرو باقامة الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء في جوازهما امر ائمتهم بالاربع بعدها حتما احتياطا اه ونقله كثير من شراح الهداية و غيرها وتداولوه و في الظهيرية واكثر مشائخ بخاري عليه ليخرج عن العهدة بيقين ثم نقل المقدسي عن الفتح انه ينبغي ان يصلي اربعا ينوى بها اخر فرض ادركت وقته ولم اوده ان تردد في كونه مصرا او تعددت الجمعة و ذكر مثله عن محقق ابن جرباش قال ثم قال فائدته الخروج عن الخروج عن الخلاف المتوهم المحقق و ان كان الصحيح صحة التعدد و فيه نفع بلا ضرر ثم ذكر مايوهم عدم فعلها ودفعه باحسن وجه و ذكر في النهر انه لا ينبغي التردد في

ندبها على القول بجواز التعدد خروجا عن الخلاف اه و في شرح الباقاني هو الصحيح وبالجملة فقد ثبت انه ينبغي الا تيان بهذه الاربع بعد الجمعة لكن بقى الكلام في تحقيق انه واجب او مندوب قال المقدسي ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب وبحث فيه بانه ينبغي ان يكون عند مجرد التوهم اما عند قيام الشك و الاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده☆

শামি প্রণেতা বলিতেছেন যে, দোর্‌রোল-মোখতারে বাহরোর-রায়েক হইতে বর্ণিত আছে যে, আখেরে-জোহর না পড়াই এহতিয়াত; কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত মত নহে, বরং আখেরে-জোহর পড়াই এহতিয়াত অর্থাৎ আখেরে-জোহর পড়িলে নিশ্চিতরূপে ওক্তিয়া ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, কেননা এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ হওয়া যুক্তিযুক্ত ও উৎকৃষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হইলেও উহাতে গুরুতর সন্দেহ আছে, কারণ এমাম আজমের (রঃ) এক ব্যবস্থা মতে এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ নহে। এমাম তাহাবি, তামারতাশি ও মোখতার-প্রণেতা এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন। এতাবি ইহাকে বেশী যুক্তিযুক্ত (আজহার) বলিয়াছেন, ইহাই এমাম শাফেয়ির মত, এমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত এবং এমাম আহমদের এক রেওয়াএত। ইহা আল্লামা মোকাদ্দেছি 'নুরেশ-শাময়া' কেতাবে জুমা অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, বরং শাফেয়ি মতাবলম্বী এমাম ছুবকি বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ আলেমের মত, কোন ছাহাবা ও তাবিয়ি বিদ্বান হইতে এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ হইবার ছহিহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরও তুমি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছ যে, বাদায়ে কেতাবে এই মতকে হানাফি মজহাবের ফৎওয়া-গ্রাহ্য ব্যবস্থা (জাহের রেওয়াএত) বলা হইয়াছে। মনিয়ার টীকায় জাওয়ামেউল ফেকহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাই এমাম আজমের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। নহরোল-ফাএকে লিখিত আছে হাবি কুদছি ও তাক্‌মেলা কেতাবে ইহাকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক শহরে এক ভিন্ন বেশী জুমা জায়েজ না হইবার ব্যবস্থাটি অগ্রাহ্য (জইফ) মত নহে বরং হানাফি মজহাবের ফৎওয়া-গ্রাহ্য মত, সেই হেতু মনিয়ার টীকায় লিখিত আছে, নিশ্চিতরূপে কার্য্য সম্পন্ন করা উত্তম, কেননা একাধিক জুমা জায়েজ হয় কিনা, ইহাতে গুরুতর মতভেদ আছে। যদিও আবশ্যকতা অনুযায়ী একাধিক জুমা ছহিহ বলা হইয়াছে, তথাচ পরহেজগারির জন্য এহতিয়াত (নিশ্চিতরূপ কার্য্য) করা যে শরিয়তের হুকুম হইবে ইহাতে কোন বাধা হইতে পারে না। শামি প্রণেতা বলেন, একাধিক জুমা নাজায়েজ হওয়া জইফ মত বলিয়া স্বীকার করিলেও যখন এখতেলাফি (মতভেদ ঘটিত) মছলায় নির্দ্দোষ ভাবে কার্য্য করা উত্তম,

তখন এত অধিক সংখ্যক এমামের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নির্দোষ হইবার জন্য আখেরে জোহর পড়া কি জন্য উত্তম হইবে না? ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, "যাহারা সন্দেহ হইতে দূরে থাকে (সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া কার্য্য করেন) তাঁহারাই দ্বীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবেন।" সেই হেতু কতক আলেম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির কোন নামাজ কাজা হয় নাই, তিনি তাহার জীবনের নামাজ কাজা পড়িলেও মকরুহ হইবে না কেননা ইহাতে এহতিয়াতে (নিঃসন্দেহ ভাবে কার্য্য) করা হইল। কিনইয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ এরূপ ভাবে নামাজ পড়ে যে, তাহাতে অন্য এমামগণের মতভেদ থাকে, তবে উহাতে এহতিয়াত (নিঃসন্দেহ ভাবে কার্য্য) করা উত্তম। উল্লিখিত এমামগণের মতভেদ হওয়া আখেরে-জোহর পড়ার যথেষ্ট কারণ হইবে। মোকাদ্দছি মুহিত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে স্থানটির শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ হয়, তথাকার অধিবাসিদিগকে এহতিয়াতের (নির্দোষ ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিবার) জন্য জুমার পর জোহরের নিয়তে চারি রাকায়াত নামাজ পড়া চাই, কেননা যদি শর্ত্তভাবে জুমা ছহিহ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের উপর যে ওক্তিয়া জোহর ফরজ থাকে, আখেরে-জোহর তাহাই আদায় হইয়া যাইবে, এইরূপ কাফি কেতাবেও আছে। কিন্ইয়া কেতাবে আছে যে, একাধিক জুমা এক শহরে জায়েজ কিনা, ইহাতে আলেমদিগের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যখন 'মগরব'বাসিগণ দুই স্থানে জুমা পড়িতে লাগিলেন, তখন তথাকার এমামগণ তাঁহাদিগকে এহতিয়াতের (নির্দোষ ভাবে কার্য্য করিবার) জন্য জুমার পরে চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। হেদোয়া ইত্যাদি অনেক টীকাকার ধারা বাহিকরূপে উপরোক্ত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। জহিরিয়া কেতাবে আছে, নিশ্চিতরূপে ফরজ আদায় হইবার জন্য বোখারাবাসী অধিকাংশ ফকিহ আলেম এইরূপ স্থলে আখেরে-জোহর ওয়াজেব বলিয়াছেন। মোকাদ্দেছি 'ফৎহোল-কদির' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে স্থানটির শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ আছে বা যে স্থানে একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় 'আখেরা-ফারজেন' নিয়তে চারি রাকায়াত নামাজ পড়া চাই। তৎপরে মোকাদ্দছি 'মোহাক্কেক এবনে-জেরবাশ' হইতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এক শহরে একাধিক জুমা ছহিহ মতে জায়েজ আছে, তথাচ এমামগণের মতভেদ ঘটিত গুরু বা লঘু সন্দেহ মোচন করিতে পারা যায়, ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, তৎপরে আখেরে-জোহর না পড়িবার আপত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। আরও নহরোলফায়েকে বর্ণিত আছে, একাধিক জুমা জায়েজ এ কথাটা স্বীকার করিলেও এখতেলাফি মছলার সন্দেহ মোচন করিবার জন্য আখেরে-জোহর পড়া যে মোস্তাহাব হইবে, ইহাতে সন্দেহ করা চাই না। বাকানির টীকায় লিখিত আছে, ইহাই সত্য মত। মূল মন্তব্য এই যে, উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, চারি রাকায়াত আখেরে-

জোহর পড়াই চাই, কিন্তু এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, আখেরে-জোহর ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব? মোকাদ্দছি বলিয়াছেন, এখনে শেহনা তাঁর দাদা (পিতামহ) হইতে উহার মোস্তাহাব হইবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন যে, মনের দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য উহা পড়া মোস্তাহাব হইবে, কিন্তু জুমা ছহিহ হওয়ার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইলে (অর্থাৎ শহর ইত্যাদি শর্ত্তের প্রতি সন্দেহ হইলে কিম্বা এক শহরে একাধিক জুমা হইলে) ফৎওয়া-গ্রাহ্য মতে আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব। তৎপরে তিনি আল্লামা এবনোল-হোমাম হইতে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার মত বর্ণনা করিয়াছেন।

নাফয়োল-মুফতী ১০৫;—

فاما فى البحر انهم افتوا باداء الاربع بعد الجمعة (الى قوله) بعيد عن مثله☆

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা যে আখেরে-জোহর পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, এইরূপ যুক্তি ও দলীল-বিরূদ্ধ মত প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় একজন আলেমের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে।

মৌলবী ছাহেব উক্ত কেতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

মারাকিউল-ফালাহ অলা লিখিয়াছেন যে, আখেরে-জোহর পড়ার ছববে যদি জুমা নাজায়েজ মনে করে, কিম্বা উভয়কে ফরজ ওয়াজেব এতেকাদ করে, তাহা হইলে আখেরে-জোহর তরক করা আওলা।

তাহকিক ;—

তাহতাবির ২৯৩ পৃষ্ঠায় উহার প্রতিবাদে লিখিত আছে;—

قال البرهان الحلبى الفعل هو الاحتياط لان الخلاف فيه قوى لانها لم تكن تصلى فى زمن السلف الا فى موضع واحد من المصر و كون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط☆

বোরহান-হালাবি বলিয়াছেন, আখেরে-জোহর পড়াই এহতেয়াত কেননা উহাতে (জুমার নামাজ জায়েজ হওয়ায়) গুরুতর মতভেদ আছে, কেননা প্রাচীনকালে প্রত্যেক

শহরে কেবল এক স্থানে জুমা হইত, তদধিক স্থানে জুমা হইত না। যদিও আপত্তি বশতঃ একাধিক জুমা হইবার মত ছহিহ বলা হইয়াছে, তথাচ আখেরে-জোহর পড়া যে শরিয়তের হুকুম হইবে, ইহাতে কোনই বাধা হইতে পারে না।

তাহতাবি, ২৯৩/২৯৪ পৃষ্ঠা;—

فقول انما نهى عنها اذا اديت بعد الجمعة بوصف الجماعة و الاشتهار☆

"আল্লামা মোকদ্দছি বলিয়াছেন, মারাকিউল-ফালাহ প্রণেতা যে আখেরে-জোহর পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জামায়াত করিয়া ও উচ্চ শব্দে তকবির পড়িয়া আখেরে-জোহর পড়া অনুচিত (কেননা ইহাতে সাধারণের মত ও আকিদা মন্দ হইতে পারে)।"

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, একা চুপে চুপে আখেরে-জোহর পড়াতে কোনই ক্ষতি নাই, কেননা ইহাতে কাহারও আকিদা মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। মৌলবী ছাহেব তাহতাবির মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া এক আশ্চর্য্যজনক কারিগিরি করিয়াছেন।

মৌলবী ছাহেব উহার ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব নাফয়োল-মুফতি কেতাবে লিখিয়াছেন, যদি কোন আলেম ব্যক্তি আখেরে-জোহর পড়িতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে পুসিদা পড়া উচিত—যাহাতে উম্মি লোক ওয়াজেব বলিয়া মনে না করে।"

আরও ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"শামি অলা বলেন, পড়া জায়েজ আছে বটে, কিন্তু আমলোকদিগকে পড়িবার হুকুম দেওয়া হইবে না। মারাকিউল-ফালাহ অলা লিখিয়াছেন, অতএব আমলোকদিগকে পড়িবার হুকুম দেওয়া যাইবে না।"

তাহকিক ;—

পাঠক, যে সমস্ত স্থলে শহর হওয়ার প্রতি বিশেষ কোন সন্দেহ নাই, বা একমাত্র জুমা পাঠ করা হয়, তথায় আখেরে-জোহর পড়া মোস্তাহাব। এইরূপ স্থলে খাস লোক (পরহেজগার ব্যক্তি) আখেরে-জোহর চুপে চুপে (বিনা শব্দে) পড়িবেন, নচেৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উম্মি লোক উহা ওয়াজেব হইবার ধারণা করিবে, কিন্তু যে সমস্ত স্থলে শহর হওয়ার সন্দেহ আছে বা একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব, 'এক্ষেত্রে কি আমলোক কি খাসলোক' সকলেই আখেরে জোহর পড়িতে

বাধ্য হইবেন, কেননা যাহা ওয়াজেব, তাহা সকলের পক্ষে ওয়াজেব, এইরূপ স্থলে সকলকেই আখেরে-জোহরকে ওয়াজেব ধারণা করিতে হইবে। সেই হেতু মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব এক স্থানে উহাকে মোস্তাহাব বলিয়া কেবল খাস লোকদিগকে পড়িতে বলিয়াছেন। আর এক স্থানে উহা ওয়াজেব বলিয়া সকলকেই পড়িতে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় এই যে, তফছির আহমদি, ফৎওয়া আজিজি, ফৎহোল কদির, কবিরি, আলমগিরি, মুহিত, মেরকাত, নেহায়ার টীকা, ফাতাওয়ায় হোজ্জাত, কিন্‌ইয়া ও কাফি ইত্যাদি কেতাব সমুহে কি আমলোক কি খাসলোক সকলকেই আখেরে-জোহর পড়িতে বলা হইয়াছে, কেবল মারাকিউল ফালাহ প্রণেতা ও মোকাদ্দছি বলেন, আমরা আমলোককে উহা পড়িতে হুকুম করি না, উপরোক্ত কেতাবগুলির বিরুদ্ধে এই দুই ছাহেবের মত ধর্ত্তব্য হইতে পারে না, কেননা যদি শর্ত্তের অভাবে জুমা ছহিহ না হয়, তবে যেরূপ খাসলোকের উপর জোহর ফরজ থাকে, সেইরূপ আমলোকের উপর উহা ফরজ থাকে, তাহা হইলে আমলোককে ওক্তিয়া জোহর ত্যাগ করিবার জন্য বিপদে পড়িতে হইবে কিনা?

তৃতীয় এই যে, শামি কেতাবের মর্ম্ম শুনুন ও মৌলবী সাহেবের অর্থ পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝুন;—

শামি প্রথম খণ্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা;—

نعم ان ادي الى مفسده لا تفعل جهارا و الكلام عند عدمها ولذا قال المقدسى نحن لا نأمر بذلک امثال هذه العولم بل نزل عليه الخواص ولو بالنسبة اليهم☆

যে স্থানে আখেরে-জোহর পড়ার কারণে আমলোক জুমার নামাজকে ফরজ না বলে বা উহা ত্যাগ করিয়া বসে, তথায় উহা প্রকাশ্যরূপে (জামায়াত ও উচ্চ শব্দের সহিত) পড়িবে না (বরং চুপে চুপে পড়িবে)। আর আমরা যে আখেরে-জোহর পড়িতে ওয়াজেব বলিয়াছি, উহা ঐ স্থানের ব্যবস্থা—যে স্থানের লোক জুমা ফরজ জানে এবং জুমা পড়িয়া থাকে। সেই জন্য মোকাদ্দছি বলিয়াছেন, আমরা এইরূপ আমলোকদিগকে (যাহারা জুমা ফরজ বলিয়া স্বীকার করে না) আখেরে-জোহর পড়িতে হুকুম করি না, বরং উপরোক্ত লোকদিগের হিসাবে যাঁহারা খাসলোক (অর্থাৎ যাহারা জুমা ফরজ বলিয়া আদায় করেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে ফরজ আদায় হইবার জন্য আখেরে-জোহর পড়েন) তাঁহাদিগকে পড়িতে বলি।

মারাকিউল-ফালাহের টীকা তাহতাবি, ৩৯৪ পৃষ্ঠা;—

بل ندل عليه الخواص الذين يحتا طون لامر دينهم ويتر كون ما ير يبهم الى تحصيل يقينهم☆

"আমরা ঐ খাস লোকদিগকে আখেরে-জোহর পড়িতে বলি, যাহারা দীনের কার্য্যে সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং নিশ্চিতরূপে কার্য্য করিবার জন্য সন্দেহভঞ্জন করিয়া কার্য্য করেন।"

পাঠক, মৌলবী সাহেব এই কেতাবে লিখিয়াছেন যে, কেবল আলেম লোক আখেরে-জোহর পড়িতে পারেন, ইহা তাঁহার ভ্রান্তিমূলক ধারণা। কেননা তাহতাবি হইতে প্রমাণিত হইল যে, পরহেজগার লোকেরা (আলেম হউন বা উম্মি হউন) তাঁহারাই খাস, এইরূপ সকলেই আখেরে-জোহর পড়িবেন।

চতুর্থ এই যে, যেরূপ জুমা ফরজ না জানিলে, মহা অনিষ্টের কারণ হয়, সেইরূপ যদি শর্ত্তাভাবে জুমা আদায় না হওয়ায় ওক্তিয়া জোহর ফরজ থাকে, তবে আখেরে-জোহর না পড়াও মহা ক্ষতির কারণ হইবে। যদিও আখেরে-জোহর পড়িতে ফৎওয়া না দেওয়ায় জুমা ফরজ না হইবার মন্দ মতটী দুরীভূত হয়, তথাচ ওক্তিয়া ফরজ তাহার উপর ফরজ থাকিবার বিশেষ সন্দেহ থাকে। সেইহেতু এস্থলে উভয় নামাজ পড়িতে বলিয়া মন্দ মতটি পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা যুক্তিযুক্ত মত। জানাজা নামাজটি ফরজে-কেফায়া, স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দে রোদন করিতে করিতে উহার সঙ্গে যাওয়া হারাম।

যদি কোন স্ত্রীলোক জানাজার সহিত রোদন করিতে করিতে দৌড়িতে থাকে, তবে স্ত্রীলোকের রোদন করা নিষেধ করিতে হইবে, না একেবারে জানাজা ত্যাগ করিতে হইবে?

যদি কেহ বেতের নামাজ ওয়াজেব বলিয়া পড়িতে পড়িতে এশার নামাজ অস্বীকার করে, তবে তাহার এই মন্দ মতটি দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে, না বেতের নামাজ পড়াই ত্যাগ করিতে হইবে?

পঞ্চম এই যে, যাহারা জুমা ফরজ বলিয়া স্বীকার করে না, জুমা পড়ে না, তাহারা আখেরে-জোহরের ফৎওয়ার জন্য এইরূপ করে না, বরং কোন কু'শিক্ষার দোষে এইরূপ কার্য্য করে। দুদু মিঞার শিষ্যগণ যে জুমা ফরজ বলিয়া অস্বীকার করেন, ইহা আখেরে জোহরের ফৎওয়ার জন্য নহে। আমাদের দেশস্থ লোক জুমা ও আখেরে-জোহর উভয়

পড়েন, কিন্তু কেহই জুমা অস্বীকার করেন না। কেবল কতকগুলি আলেম নামধারী লোক হাঁক মারিয়া থাকেন যে, আখেরে-জোহর পড়িলে জুমার নামাজ অস্বীকার করা হয়, এইরূপ অমুলক কথার মুলে সত্যতা একেবারে নাই।

মৌলবী সাহেব উহার ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মজমুয়া ফৎওয়া ওয়ালা বলেন, যদি আখেরে-জোহর পড়ায় জুমার নামাজে সক-সোবা পয়দা হয়, তাহা হইলে সক দূর করার জন্য আখেরে-জোহর তরক করা উচিত।"

তাহকিক ;—

ইহা ঐ স্থানের ব্যবস্থা যে স্থানে শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তথায় একমাত্র জুমা হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে আখেরা-জোহর পড়া মোস্তাহাব। সন্দেহ স্থলে সন্দেহ করা চাই এবং উহা ভঞ্জনার্থে আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব।

উক্ত বিষয়ে আবদুল হাই সাহেব মজমুয়া-ফৎওয়ার ১ম খণ্ডে (৩২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

پس حاصل یه هے که جس جگه جمعه کے هونے مین شک واقع هوئے جیسا کے اکپر دیہات اور قریه مین بنگاله کے که اسمین کوئی تعریف مصر کے بخوبی نهیت پائی جاتي هے اور بی ضرورت کے ایک ایک بستي میس در تین جگه خالی ضد یا دل سے جمعه پرهتے هین تو وهان آخر چار رکعت پرهنا واجب هے اور نیت فرض کي کیا چاهئے – تاکه فرض سے ظهر کے خلاصی پاوے ☆

মূল মর্ম্ম এই যে, যে স্থানে জুমা ছহিহ হওয়ার প্রতি সন্দেহ হয়, যেরূপ বঙ্গদেশের অধিকাংশ গ্রামে; কেননা উক্তরূপ স্থানে শহরের কোন মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, বিনা কারণে বিনা জেদে অন্তরের ভক্তি সহ এক এক গ্রামে দুই তিন স্থানে জুমা পড়া হয়, কাজেই এরূপ স্থানে চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব এবং ফরজের নিয়ত করা আবশ্যক, তাহা হইলে জোহরের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মৌলবী সাহেব উহার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"সৈয়দ হামাবি বলিয়াছেন, যে সময় জুমার শর্ত্তে খলল পাওয়া যায়; সে সময়

আখেরে-জোহর পড়া ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নত কিছুই নহে, বরং হানাফি মজহাবে উহার কোন আছল ছনদ নাই।"

তাহকিক :—

মৌলবী ছাহেব এই কথাগুলি 'ফৎহোল-লাহেল' মইন কেতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই কেতাবটি কোন ফৎ য়া-গ্রাহ্য বা বিশ্বাসযোগ্য কেতাব নহে।

মৌলবী সাহেব যখন জামেয়োর রমুজকে মানিতে চাহেন না তখন এই জইফ কেতাবের মত কি জন্য গ্রহণ করিতে চাহেন ? বড় বড় ফৎওয়ার কেতাব হইতে স্থল-বিশেষে আখেরে-জোহরের মোস্তাহাব এবং সন্দেহ স্থলে উহার ওয়াজেব হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ মছলাকে বে-আছল ছনদ বলাতেই উক্ত কেতাবের বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হইল।

দোর্রোল-মোখতারে বর্ণিত আছে;—

☆الشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فه

"কোন বস্তুর শর্ত্ত বলিলে, ইহার অর্থ এই হয় যে, এই শর্ত্ত মূল বস্তুর অংশ নহে, বরং ইহা ব্যতীত উক্ত বস্তু জায়েজ হয় না।"

জুমার অনেকগুলি শর্ত্ত আছে, প্রথম শহর হওয়া, এইরূপ অনেক শর্ত্ত আছে। এমাম আজমের মতে ছয়টি শর্ত্ত ব্যতীত জুমার নামাজ জায়েজ হয় না।

পাঠক, উপরোক্ত গ্রন্থকার যখন লিখিয়াছেন যে, জুমার শর্ত্তে খলল (ক্রটী) পাওয়া গেলে কিছুই করিতে হইবে না, জুমা অবাধে জায়েজ হইবে, তখন ইহাও বলিতে পারেন যে, বিনা খোৎবা ও জামায়াতে জুমা নিঃসন্দেহে জায়েজ হইবে ও জোহর পড়িতে হইবে না।

আরও বলিতে পারেন যে, অজু, গোছল, বস্ত্র পাক, নামাজের স্থান পাক, ছতর আওরত এবং নিয়ত ইত্যাদি নামাজের শর্ত্ত, ইহাতে ক্রটি হইলে অবাধে নামাজ জায়েজ হইবে।

মৌলবী সাহেব আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার প্রতিবাদে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে।

প্রথম, ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আপত্তি;—

"আলেমগণ আখেরে-জোহর পড়িতে 'ইয়াম বাগি' ينبغي শব্দ ব্যবহার

করিয়াছেন. উক্ত শব্দটি সাধারণতঃ মোস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আখেরে-জোহর মোস্তাহাব হইতে পারে। যাহারা উহার অর্থ ওয়াজেব লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে।

তাহকিক ;—

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব এমাম মোহাম্মদের মোয়াত্তার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন;—

قال القدوري في مختصره ينبغى للناس ان يلتمسوا الهلال في يوم التاسع و العشرين اي من شعبان فسره ابن الهمام بقوله اي يجب عليهم و قال في المصباح ينبغي ان يكون كذا و كذا معناه يجب او يندب☆

"ইয়ামবাগি শব্দের অর্থ যেরূপ মোস্তাহাব হইয়া থাকে, ঐরূপ ওয়াজেব হইয়া থাকে। এবনোল-হোমাম কদুরি কেতাবে উল্লিখিত উক্ত শব্দের অর্থ ওয়াজেব লিখিয়াছেন। মেছবাহ গ্রন্থে আছে যে, উহার অর্থ মোস্তাহাব ওয়াজেব দুই প্রকারই হইয়া থাকে।"

আরও আলেমগণের উক্ত শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য এই যে, যে সমস্ত স্থলে শহর ইত্যাদি শর্ত্তে সন্দেহ আছে, কিম্বা একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব, আরও যদি এইরূপ কোন বিশেস কারণ না থাকে, তবে উহা পড়া মোস্তাহাব। স্থল-বিশেষ এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে তাঁহারা দ্ব্যার্থবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

তফছির আহমদি, ফৎওয়া-আজিজি, শামি ইত্যাদি কেতাব হইতে সন্দেহ স্থলে উহার ওয়াজেব হইবার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে, তাহা হইলে আলেমগণের ভ্রম হয় নাই, বরং মৌলবী ছাহেবের ভ্রম হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয়, ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আপত্তি ;—

সফরোস-সায়াদাত কেতাবে লিখিত আছে যে, আখেরে-জোহর পড়া এহতিয়াত অর্থাৎ আওলা বা মোস্তাহাব এবং ইহাই ছহিহ বা মোফতাবিহ। ছহিহ কওলের খেলাফ জইফ হয়, তাহা হইলে উহার ওয়াজেব হওয়া জইফ।"

তাহকিক ;—

মৌলবী ছাহেব এহতিয়াতের অর্থ আওলা বা মোস্তাহাব লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা। সোরাহ্ নামক অভিধানে উহার অর্থ بهوش كاو كردن "সাবধানে কার্য্য করা" লিখিত আছে।

শামি গ্রন্থে লিখিত আছে;— الا حتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين☆

এহতিয়াতের অর্থ নিশ্চিতরূপে ওয়াজেবি কার্য্য করা। আরও উক্ত কেতাবে আছে;— امر ائمتهم بالاربع بعدها حتما آحتياطا - اما فى موضع الشك و الاشتباه فالظاهر الوجوب☆

আরববাসি এমামগণ জুমার পরে চারি রাকায়াত জোহর এহ্‌তিয়াতের জন্য ওয়াজেব ভাবে পড়িতে হুকুম করিয়াছেন। এবনে-শেহনা বলেন, সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহর পড়া ফৎওয়া-গ্রাহ্যমতে ওয়াজেব।

এক্ষণে সাফরোস-সায়াদতের টীকার মর্ম্ম শুনুন, উক্ত টীকার ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

از محيط نقل كرده اند كه در هر موضع كه شك بود در شرائط جمعه اهل آن موضع رابايد كه بعد از جمعه چهار ركعت بگذارند به نيت ظهر احتياطا تا اگر جمعه صحيح نيفتد از عهدئه فرض وقت باداى ظهر بيقين بيرون ايند و از فتاوى الحجة اورده اند كه احتياط در قرى كبيره انست كه پيش از جمعه چهار ركعت سنت بگذارند وبعد ازوى چهار ركعت به نيت سنت وقت پستر ظهر پستر دو ركعت سنت وقت وقول صحيح ومختار همين ست تا بيشك از عهده بيرون ايد - بعضى گفته اند كه اين چهار ركعت كه بعد از جمعه احتياطا به نيت ظهر ميگذارد بهتر انست پيش از جمعه بگذاند (الي قوله) اختلاف كرده اند در كيفيت نيت اين نماز بعضى گفته اند كه گويد فريضة اخر ظهر لله على ذمتى و بعضى گفته اند اين چنين نيت كند اخر فرض ادركت وقته ولم اود بعد - وظاهر از اطلاق عبارت فقها انست كه احتياج باين تقييدات بلكه نيت صلوة ظهر وقت كند چنانچه در سائر ايام ميكند☆

টীকাকার এস্থলে তিনটি মত লিখিয়াছেন, প্রথম মুহিত হইতে কেবল চারি রাকয়াত আখেরে-জোহর পড়িবার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।

তৎপরে ফাতওয়ায় হোজ্জাত হইতে দশ রাকায়াত নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, জুমার পরে চারি রাকায়াত ওক্তিয়া ছুন্নত তৎপরে চারি রাকায়াত জোহরের ফরজ, অবশেষে দুই রাকায়াত অক্তিয়া ছুন্নত। এই দশ রাকায়াত পড়াই এহতিয়াত (অর্থাৎ ইহাতে নিঃসন্দেহে ওয়াজেবি নামাজ আদায় হইয়া যাইবে)। ইহাই ছহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কেননা ইহাতে নিশ্চিতরূপে ওয়াজেবি নামাজ আদায় হইয়া যাইবে।

তৎপরে লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর অগ্রে পড়িয়া লইবেন।

অবশেষে লিখিয়াছেন, আখেরে-জোহরের নিয়ত কিরূপে করিতে হইবে, ইহাতে আলেমদের মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ;—

☆اخر فرض ادركت وقته ولم اود بعد☆

"আখেরে ফারজেন আদরাকতো-অক্তাহু অ-লাম ওয়াদ্দে বাদো" বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে।

কোন কোন আলেম বলেন ;—

☆فريضة اخر ظهر لله على ذمتي☆

ফরিজাতা আখেরে-জোহরেন লিল্লাহে "আলা জেম্মাতি" বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে।

ফকিহগণের কথায় প্রমাণিত হয়, অন্যান্য দিবসের জোহরের ন্যায় নিয়ত করিতে হইবে।

পাঠক, এহতিয়াত শব্দের অর্থ মোস্তাহাব নহে এবং ইহাতে ছহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে আখেরে-জোহরের মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয় না এবং টিকাকার বলিয়াছেন, জুমার পরে জোহরের ফরজ ও ছুন্নত সর্ব্বশুদ্ধ দশ রাকায়াত নামাজ পড়াই এহতিয়াত (অর্থাৎ ইহাতে নিশ্চিতরূপে ওয়াজেবী কার্য্য আদায় হইয়া যাইবে)। ইহাই ছহিহ ব্যবস্থা, ফৎওয়াগ্রাহ্য মত। আরও তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য দিবসে জোহরের ন্যায়, কিম্বা আখেরা-ফরজেন বা ফরিজাতা আখেরে-জোহরেন বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে। ইহাতে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে মৌলবী সাহেবের ভ্রম বুঝিতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

তৃতীয়, ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আপত্তি;—

জামেয়োর-রমুজ ও তাহতাবি কেতাবে আরবি قيل 'কিলা' শব্দ দ্বারা আখেরে-জোহর ওয়াজেব বলা হইয়াছে, কিলা শব্দে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়. উহা প্রায় জইফ হইয়া থাকে, কাজেই আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়া জইফ মত হইবে। (কিলা শব্দের অর্থ কথিত হইয়াছে বা কতক আলেম বলিয়াছেন)।

তাহকিক ;—

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব 'শরাহ-বেকায়া'র উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন;—

قال الشرا نبلالى في رسالته صيغة قيل ليس كل ما دخلت عليه يكون ضعيفا☆

"শারাম্বালালি নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন, 'কিলা' শব্দে যাহা বর্ণিত হয়, প্রত্যেক স্থলে উহা জইফ হইবে না।

পাঠক, কিলা শব্দে সকল স্থানে জইফ মত বুঝা যায় না, কাজেই মৌলবী ছাহেব যে 'কিলা' শব্দ দেখিয়া আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার মত জইফ ধারণা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রান্তিমূলক ধারণা।

জামেয়োর-রমুজের ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

قيل يصلي الجمعة بلا شك وقيل يصلي الفرض ثم الجمعة احتياطا و قيل يصلي الجمعة اولا ثم السنة اربعا ركعتين ثم الظهر☆

"কোন কোন ফকিহ বলিয়াছেন, (সন্দেহ স্থলে) বিনা সন্দেহ কেবল জুমা পড়িবে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন প্রথমে জোহরের ফরজ পড়িবে, তৎপর এহতিয়াতের জন্য জুমা পড়িবে। কোন কোন আলেম বলেন, প্রথমে জুমা পড়িবে, তৎপরে ছয় রাকায়াত ছুন্নত, অবশেষে জোহর পড়িবে।"

তাহতাবি, ২৭৩ পৃষ্ঠা;—

(قوله قيل بصلوة اربع) اى بوجوب ذلك☆

কোন কোন ফকিহ বলিয়াছেন, চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর ওয়াজেব।

পাঠক, এস্থলে উক্ত শব্দে কেবল আলেমদের মতভেদ হওয়া বুঝা যায়, উহাতে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার মত জইফ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তফছির আহমদিতে লিখিত আছে, আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়া অধিকাংশ আলেমের মত। শামি কেতাবে আছে, আখেরে-জোহর পড়া ফৎওয়াগ্রাহ্য মতে ওয়াজেব। এবনে হাম্মামও ওয়াজেব হইবার মত সমর্থন করিয়াছেন। আরববাসী ও বোখারাবাসী ফকিহ্গণ সন্দেহ স্থলে উহার ওয়াজেব হওয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উহা কিরূপে জইফ মত হইবে? যদি কোন মছলার পূর্ব্বে 'কিলা' শব্দ থাকিলে উহা জইফ হইয়া যায়, তবে সন্দেহ স্থলে কেবল জুমা পড়াও জইফ মত হইবে, কেননা জামেয়োর-রমুজে কেবল জুমা পড়ার মতও 'কিলা' শব্দে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ, ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আপত্তি;—

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব লিখিয়াছেন, জামেয়োর-রমুজ কেতাব খণ্ড জইফ, উহার প্রণেতা অনেক জইফ মত লিখিয়াছেন, উক্ত কেতাবে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার মত লিখিত আছে, কাজেই উহা জইফ ও বাতেল মত হইবে।

তাহকিক ;—

সত্য বটে, জামেয়োর-রমুজে কতক জইফ মত লিখিত আছে তাহা হইলে কি উহার সমস্ত মছলা জইফ হইবে? যদি হয়, তবে নামাজ রোজা ইত্যাদির সমস্ত মছলা বাতীল ও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। উক্ত কেতাবে সন্দেহ স্থলে কেবল জুমা পড়িবার মতও আছে, তাহা হইলে উহাও জইফ মত হইবে কিনা?

শামি, তফছির-আহমদি ও ফাতাওয়ায়-আজিজি ইত্যাদি কেতাব সমূহে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হইবার মত লিখিত আছে, তবে জামেওর-রমুজে লিখিত উক্ত মছলা কি জন্য জইফ হইবে?

মৌলবী ছাহেব নিজে জামেয়োর-রমুজ কেতাব হইতে মছলা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি পরকে উপদেশ দিয়া নিজে তাহার বিরুদ্ধাচারণ কি জন্য করেন?

কোর-আন;—

☆اتامرون الناس بالبر و تنيون انفسكم

"লোককে সৎকার্য্য করিতে হুকুম কর এবং নিজেরা ভুলিয়া যাও।"

পঞ্চম, ২৫ পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তি;—

যেরূপ ওয়াজেব শব্দের অর্থ আবশ্যকীয় বস্তু (জরুরী) হইয়া থাকে, সেইরূপ কখন কখন উহার অর্থ মোস্তাহাব, মোবাহ ও মোনাসেব হইয়া থাকে, কাজেই আখেরে-জোহর ওয়াজেব বলিলে, উহার ওয়াজেব হকিকি (জরুরি) হওয়া বুঝা যায় না, বরং উহা মোস্তাহাব বা মোনাসেব হইবে।

তাহকিক ;—

তফছির আহমদি, শামি ও ফাতাওয়ায় আজিজি ইত্যাদি কেতাবে সন্দেহ স্থলে উহার জরুরি ও লাজেম হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইলে ওয়াজেবের অর্থ এস্থলে মোস্তাহাব বা মোনাসেব হইতে পারে না।

মৌলবী সাহেব যে সে স্থলে ওয়াজেবের অর্থ মোবাহ ও মোনাসেব বলিতে লাগিলেন, যদি তাঁহাকে কেহ ঈদ ও বেতের নামাজের ওয়াজেব হইবার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বোধ হয় তিনি বলিবেন, ওয়াজেবের অর্থ মোবাহ হইয়াও থাকে, কাজেই উক্ত নামাজগুলি মোবাহ হইতে পারে। ছোবাহনাল্লাহ ইনিই নাকি মোজতাহেদ হইবার দাবি করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ, ২৫ পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তি;—

যে মছলা ওছুলের মোতাবেক হয়, উহা গ্রহণ করা জায়েজ আছে আর যে মছলা ওছুলের খেলাফ হয়, উহা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

তাহকিক ;—

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব লিখিয়াছেন ;—

☆الطبقة الاولى مسائل الاصول وهى مسئلل ظاهر الروايه

"জাহের রেওয়াএতের মছলাগুলিকে ওছুল বলা হয়।"

পাঠক, এক্ষণে আপনারা বিচার করুন, আখেরে-জোহর পড়া ওছুলের মোতাবেক হয় কিম্বা মোখালেফ হয়?

এমাম আবু ইউছুফ ছাহেবের দ্বিতীয় তফছির অনুযায়ী অনেক অঞ্চল শহর হইতে পারে এবং আখেরে-জোহর না পড়িলেও চলে। এমাম আবু ইউছুফ ছাহেবের প্রথম তফছির অনুসারে অনেক অঞ্চল শহর হইতে পারে না এবং তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব হয়, এই শেষ রেওয়াএতকে কাজিখান, জহিরিয়া, আলমগিরি

ও হেদায়া ইত্যাদি কেতাবে জাহের রেওয়াএত বলা হইয়াছে, তাহা হইলে মৌলবী ছাহেবের কথিত দলিল অনুযায়ী আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়া ওছুলের মোতাবেক হইল, এক্ষণে মৌলবী ছাহেব তওবা করিয়া সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহরকে ওয়াজেব বলিবেন কিনা?

২৫ পৃষ্ঠা;—

"কোন কোন আলেম এইরূপ এসতেদলাল করিয়া আখেরে-জোহর ফরজ বলেন যে, যেরূপ তানহা জোহর পড়িয়া পুনঃ জামাতে ফরজ বলিয়া একতেদা করিতে পারে, সেইরূপ জুমা আদায় করিয়া তৎপর আখেরে-জোহর ফরজ বলিয়া পড়িতে পারিবে।"

তাহকিক ;—

ইহা কি আপনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন? কোন লোক আখেরে-জোহরকে ফরজ বলিয়া দাবি করেন নাই, তবে বিচক্ষণ বিদ্বানগণ যে সমস্ত স্থলে শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে বা যে স্থলে একাধিক জুমা হয়, তথায় জুমার নামাজ অন্তে ফরজের নিয়তে চারি রাকায়াত নামাজ পড়িতে বলিয়াছেন, ইহাতে কি উক্ত নামাজকে ফরজ বলা হইল? নামাজটি উপরোক্ত স্থলে ছহিহ মতে ওয়াজেব, ওয়াজেব নামাজের নিয়ত ফরজ বলিয়া করিলে কোন দোষ নাই। এতটুকু যাহার জ্ঞান নাই, তাহার কেতাব লিখিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়।

দোর্রোল-মোখতার;—

وكذا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها☆

"এইরূপ যে কোন নামাজ মকরুহ তহরিমি সহ আদায় করা হয়, উহা পুনরায় আদায় করা ওয়াজেব।"

শামি প্রথম খণ্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা;—

من فتح القدير ان الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزية فتستحب ان يوخذ من لفظ اعادة ومن تعريفها بما مر انه ينوي بالثانية لفرض الخ☆

সারমর্ম্ম এই ;—

"ফৎহোল-কদিরে বর্ণিত আছে, সত্য মতে এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা কর্ত্তব্য— যদি উক্ত নামাজ মকরুহ-তহরিমি সহ আদায় করা হইয়া থাকে, তবে উহা পুনরায় আদায় করা ওয়াজেব, আর যদি মকরুহ তঞ্জিহি সহ আদায় করা হইয়া থাকে, তবে উহা পুনরায় আদায় করা মোস্তাহাব।

পূর্ব্বোল্লিখিত মতে আরবী 'এয়াদাহ' শব্দ ও উহার ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, এই দ্বিতীয় নামাজটি ফরজ বলিয়া নিয়ত করিবে।"

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, ওয়াজেব নামাজকে ফরজ নিয়তে পাঠ করা সিদ্ধ আছে, উপরোক্ত ওয়াজেব নামাজকে ফরজ নিয়তে পড়িলে উহাকে ফরজ বলা হয় না। ইহাতেই মৌলবী ছাহেবের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিতে পারিলেন।

২৬ পৃষ্ঠা;—

"শরহে-বেকাইয়া ও মারাকিউল-ফালাহ্তে লিখিত আছে, জোহরের ফরজ আদায় করিয়া পুনরায় যদি জামাতের সওয়াব লইবার ইচ্ছা হয়, তবে নফল বলিয়া এক্‌তেদা করিবে।"

তাহকিক ;—

শামি ও দোর্রোল-মোখতারে লিখিত আছে যে, ওয়াক্তিয়া জামায়াত ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে ওয়াজেব। যেস্থানে জামায়াত হইয়া থাকে, তথায় বিনা আপত্তিতে জামায়াত ত্যাগ করিলে উক্ত নামাজ উপরোক্ত মতানুযায়ী মকরুহ তহরিমি হইবে। আরও শামি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৫০৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে, "যে নামাজটি মকরুহ তহরিমি সহ আদায় করা হয়, উহা পুনরায় আদায় করা ওয়াজেব হইবে।"

এক্ষণে মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জামায়াত ত্যাগ করিয়াছে, তাহার নামাজ মকরুহ তহরিমি আদায় হইয়াছে, এক্ষেত্রে জামায়াত পাওয়া গেলে, পুনরায় উক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করা ওয়াজেব হইবে কিনা? যদি ওয়াজেব না হয়, তবে ফকিহগণের উপরোক্ত মত বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি ওয়াজেব হয়, তবে ওয়াজেব নামাজ নফলের নিয়তে কিরূপে জায়েজ হইবে? আশা করি, মৌলবী সাহেব ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া নিজের গৌরব রক্ষা করিবেন।

২৬ পৃষ্ঠা;—

"শরহে-বেকাইয়া, হেদাইয়া এবং তফছির আহমদি কেতাবে লেখা আছে, এক অক্তে দুইবার ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নহে। তখন আখেরে-জোহর ফরজ বলা

নেহায়েত ভুল ও বাতিল।"

তাহকিক ;—

কোন নামাজ মকরুহ তহরিমি সহ আদায় করিলে, দ্বিতীয় বার উহা ফরজের নিয়তে আদায় করা ওয়াজেব, ইহাতে কি এক ওয়াক্তে দুইবার ফরজ আদায় করা হয়? যদি না হয়, তবে জুমার ফরজ অন্তে চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর ওয়াজেব নামাজকে ফরজের নিয়তে পড়িলে, কেন এক ওয়াক্তে এক ফরজ দুইবার পড়া হইবে?

দ্বিতীয়, মৌলবী সাহেব কারসাজি করিয়া নিজের মতানুযায়ী তফছির আহমদির কতকটি কথা লিখিয়া নিজের মতের বিরুদ্ধ অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উক্ত তফছিরের সম্পূর্ণ এবারতের অর্থ এই;—

"অধিকাংশ বিদ্বান জুমা ইছলামের প্রধান অঙ্গ ধারণায় সর্ব্বদা প্রথমে জুমা পড়িয়া থাকেন এবং যদিও ইছলামাবলম্বিগণের মতে দুই ফরজ একত্রিত করা জায়েজ নহে, তথাচ জুমার সম্বন্ধে অতিরিক্ত সন্দেহ হওয়ায় ও বিবিধ প্রকার ধারণা বলবৎ হওয়ায় উহার পরে জোহর আদায় করা ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।"

পাঠক, দেখিলেন ত, তফছিরের যে অংশে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়ার কথা লিখিত আছে, মৌলবী সাহেব স্বীয় স্বার্থের প্ররোচনায় উহা উল্লেখ করেন নাই, ধন্য তাঁহার মুফতিগিরি!

২৭ পৃষ্ঠা;—

"বাজে আলেম বলেন, আখেরে-জোহর পড়া ফরজ ওয়াজেব নহে, কিন্তু নামাজটি ফরজ। অতএব এহতিয়াতের জন্য পড়িতে হইবে। তাহার জওয়াব এই যে, যে নামাজ পড়া ফরজ বা ওয়াজেব নহে, তাহাকে ফরজ বলা ভুল ও বাতীল। যদি নামাজটি ফরজ হইত, তবে উহার নিয়তে ফরজ লফ্জ থাকিত। সমস্ত ফেকহার কেতাবে লেখা আছে آخر ظهر। 'অখেরে-জোহরেন' উক্ত নিয়তের মধ্যে ফরজ শব্দের কোনই উল্লেখ নাই।"

তাহকিক ;—

আখেরে-জোহর ফরজ ওয়াজেব নহে, কিন্তু নামাজটি ফরজ এইরূপ অর্থশূন্য কথা কোন আলেম বলিয়াছেন? কেহই এরূপ প্রলাপোক্তি করিতে পারেন না, ইহা

লেখকের মনোক্তি প্রশ্ন, বোধ হয় তাঁহার উপর এইরূপ বাতিল কথার এলহাম হইয়াছিল। অবশ্য বিদ্বানেরা বলিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত স্থলের শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে বা যে স্থলে একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় আখেরে-জোহর পাঠ করা ওয়াজেব, উহা ফরজের নিয়তে পাঠ করিতে হইবে। এহতিয়াতের অর্থ এই গ্রন্থের প্রথমে লেখা হইয়াছে "সাবধানতা অবলম্বন করা।" শামি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দায়িত্ব হইতে নিশ্চিতরূপে নিষ্কৃতি লাভ করাকে এহতিয়াত বলে। আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এহতিয়াতের জন্য কোন কোন কার্য্য ওয়াজেব হইয়া যায়। কাজেই আখেরে-জোহর এহতিয়াতের জন্য ওয়াজেব হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি?

আখেরে-জোহর ফরজ নিয়তে পড়িতে কোন কেতাবে লেখা নাই, ইহা লেখকের স্বল্প বিদ্যার পরিচয়ক।

বলি, হে মুফতি সাহেব, কয়খানা কেতাব পড়িয়াছেন? শরহেবেকাইয়া পড়িলে মুফতি হওয়া যায় না। মাত্র কয়েকখানা কেতাব পড়িয়া এত বড় দাবি করাতে কি সত্যের উপর পদাঘাত করা হয় নাই? এক্ষণে দেখুন, হাদিছ-বিশারদ মহা বিচক্ষণ কামালদ্দিন এবনোল-হোমাম ফৎহোল-কদির গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ينبغي ان يصلي اربعا ينوى بها اخر فرض ادركت وقته ولم اوده آن تردد
فى كونه مصرا وتعددت الجمعة☆

যে স্থানের শহর হওয়ার প্রতি সন্দেহ হয় কিম্বা (যে স্থানে) একাধিক জুমা হয়, তথায় চারি রাকায়াত নামাজ,

اخر فرض ادركت وقته ولم اوده☆

"আখেরা ফারজেন আদরাকতো অক্তাহু অলাম ওয়াদ্দেহি" এই নিয়তে পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

লেখক, এই মহাত্মাকে জানেন কি? ইনিই হানাফিদিগের মস্তকমণি ইনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইনি হেদাইয়ার টীকা ফৎহোল-কদির গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অসংখ্য হাদিছ দ্বারা হানাফি মজাহাবের শ্রেষ্ঠত্ব জগদ্বাসিদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, নক্কত্তত্ত্ববিদ এবনোল-হোম্মামের পূর্ব্বে ধারণা করিতেন যে, হানাফি মজহাবের অনেক মছলা হাদিছের খেলাফ হইয়াছে, কিন্তু যখন উক্ত মহাত্মা ফৎহোলকদির গ্রন্থ রচনা করিলেন তখন তাঁহাদের ধারণায় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, হানাফি মজহাবের মছলাগুলি সম্পূর্ণরূপে হাদিছ হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়া গেল।

শামি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা;—

ان الكمال ابن الهملم بلغ رتبة الاجتهاد ☆

"কামাল এবনোল-হোম্মাম এজতেহাদ (এমামত্ব) পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

পাঠক, ইনিই উক্ত নামাজটি ফরজের নিয়তে পড়িতে বলিয়াছেন। লেখক আপন পুস্তকের ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত মহাত্মার ফৎহোল-কদিরের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত;— আল্লামা ছৈয়দ মোহাম্মদ আমিন এবং আবেদিন শামি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৫৬৬ পৃষ্ঠায়) উক্ত মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন।

وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش ☆

"সুক্ষ্ম-তত্ত্ববিদ এবনে-জেরবাশ হইতে উপরোক্ত প্রকার মত বর্ণিত হইয়াছে।"

পাঠক, জগতের হানাফিগণ প্রথমোক্ত মহাত্মাকে 'মোহাক্কেক' "খাতেমাতোল মোহাক্কেকিন" সুক্ষ্ম-তত্ত্ববিদ গণের শেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শেষোক্ত মহাত্মাকে প্রথমোক্ত মহাত্মা 'মোহাক্কেক' সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা উভয়ে উক্ত নামাজকে ফরজের নিয়তে পড়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। স্বয়ং মৌলবী সিরাজদ্দিন সাহেব নিজ পুস্তকের ১৬/১৭ পৃষ্ঠায় শামির কথা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়—মহা হাদিছ বিশারদ মোল্লা আলি কারি 'মেশকাত' গ্রন্থের টীকা মেরকাতে লিখিয়াছেন;—

ولهذا قالوا فى كل موضع وقع الشك فى صحة اداء الجمعة ينبغي يصلى اربعا بعد الجمعة ينوي بها اخر فرض ادركت وقته ولم اوده ☆

"সেই জন্য ফকিহগণ বলিয়াছেন, যে কোন স্থানে জুমা ছহিহ হওয়ার সন্দেহ হয়, (তথায়) জুমার পরে চারি রাকায়াত নামাজ 'আখেরে-ফারজেন আদরাকতো অক্তাহু অ-লাম ওয়াদ্দেহি নিয়তে পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

পাঠক, উপরোক্ত মহাত্মা হানাফি সমাজের শিরোভূষণ, ইহাতে কোন লোকের মতভেদ নাই। তিনিই বলিয়াছেন যে, ফকিহগণ উক্ত নামাজকে ফরজের নিয়তে পড়িতে বলিয়াছেন। স্বয়ং মৌলবী সিরাজদ্দিন সাহেব আপন পুস্তকের ১৪/২২ পৃষ্ঠায় উক্ত মোল্লা আলি কারির মত গ্রহণ করিয়াছেন।

যিনি মেরকাত কেতাব না দেখিয়াছেন, তিনি লক্ষ্ণৌ মুদ্রিত মেশকাতের ১২৪

পৃষ্ঠার হাশিয়ার (পরটিকায়) উক্ত এবারত দেখিয়া লইবেন।

চতুর্থ, মোহাদ্দেছ কুলের উজ্জ্বল রত্ন ভারত-গৌরব মাওলানা আবদুল হক দেহলবি সফরোছ-সায়াদাতের টীকায় লিখিয়াছেন যে, আখেরে-জোহর নিয়তে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু ফকিহগণের ভাষা প্রবাহে বুঝা যায় যে, অন্য দিবসে জোহরের যেরূপ নিয়ত করিতে হয়, এই দিবসও সেইরূপ নিয়ত করিতে হইবে।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ফকিহগণের মতে জোহরের ফরজ বলিয়া নিয়ত করিতে হইবে। মৌলবী সিরাজদ্দিন উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কেতাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে দুই'টি কারিগিরি করিয়াছেন, প্রথমে তিনি লিখিত এবারতের মর্ম্ম পরিবত্তর্রন করিয়াছেন, ইহা আমি ইপুর্ব্বে সমপ্রমাণ করিয়াছি। দ্বিতীয় তিনি এই নিয়ত সংক্রান্ত অংশটুকু নিজের মতে বিপরীত বোধে উল্লেখ করেন নাই। ধন্য তাঁহার কারিগিরি।

পঞ্চম, হিন্দুস্থান-গৌরব মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী মজমুয়া ফৎওয়ার প্রথম খণ্ডে ৩২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"শামি প্রণেতা সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহর নামাজটি ওয়াজেব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ওয়াজেব কার্য্য আমলে ফরজের তুল্য, সেই হেতু উক্ত নামাজকে ফরজ বলা জায়েজ হইবে, যেরূপ বেতের নামাজ আমলে ফরজের জন্য, এতেকাদে (বিশ্বাসে) ওয়াজেব। এই হিসাবে যদি চারি রাকায়াত ওয়াজেবকে ফরজ বলে এবং ফরজের নিয়তে পাঠ করে, তবে ওয়াজেব হইবে এবং ইহা নিষেধ করা জায়েজ নহে। অবশ্য এতেকাদি ফরজ জানা অন্যায়। আখেরে-জোহরের নিয়তে সাধারণ লোক বরং কতক বিশিষ্ট ব্যক্তিও অনেক মতভেদ করিয়া থাকেন, সেই জন্য লিখিতেছি, সত্য মত এই যে, উহা ফরজের নিয়তে আদায় করিবে, কেননা জুমা ছহিহ না হয়, তবে জোহরের ফরজ হইতে নিস্পৃত পাইবে। ইহা তথা কথিত দলিল সমূহ হইতে প্রমাণিত হয়, বরং উক্ত শামি প্রণেতা ফৎহোল-কদির হইতে স্পষ্ট ফরজ শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।"

পাঠক, মৌলবী সিরাজদ্দিন সাহেব মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের মত আপন পুস্তকের ৫/৭/৮/৯/১০/১৫/২০/২২ পৃষ্ঠায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দেখিলেন ত, তিনিও উহা ফরজ নিয়তে পড়িতে বলিয়াছেন। ইহাতে মৌলবী সাহেবের দলীল উড়িয়া গেল, গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল ও তাহার বিদ্যার দৌড় লোক সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পাঠক, যদি আমি আখেরে-জোহর নামাজকে মোস্তাহাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবু উহা ফরজ নিয়তে পাঠ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

শামি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৫০৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে;—

"ফৎহোল-কদিরে বর্ণিত আছে যে, নামাজ মকরুহ-তঞ্জিহি সহ আদায় হইলে, উহা পুনরায় আদায় করা মোস্তাহাব।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—এয়াদা শব্দ ও উহার ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, এই দ্বিতীয় নামাজটি ফরজ নিয়তে পাঠ করিতে হইবে।

শামি উক্ত খণ্ড, ৩১৫;—

ولـو عـلـم ان البـعص فرض و البعض سنة ونوي الفرض فی الكل (الي ا) جاز☆

যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, কতক নামাজ ফরজ ও কতক নামাজ ছুন্নত এবং সমস্ত নামাজের নিয়ত ফরজ বলিয়া করে, তবে উহা জায়েজ হইবে।"

কাজিখান;—

وبـعضـهم بانه لايكره لانه اخذ باحتياط والصحيح انه يجوز لكن لا يقضى بـعد صلوة العصر ولا بعد صلوة الفجر لانها نفل ظاهرا وقد فعل كثير من الـسلف رح لشهة☆

"কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, (যাহার নামাজ কাজা নাই, সে ব্যক্তি যদি জীবনের নামাজ কাজা পড়ে) তবে উহা মকরুহ হইবে না, কেননা উহাতে নিশ্চিতরূপে ফরজ আদায় করা হইল। ছহিহ্ মত এই যে, উহা জায়েজ হইবে কিন্তু উহা আছর ও ফজরের নামাজের পরে পড়িবে না, কেননা জাহেরা উক্ত নামাজগুলি নফল। বহু প্রাচীন বিদ্বান সন্দেহের জন্য জীবনের নামাজ কাজা করিয়াছেন।" আর ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, ফরজে কাজা করিতে হইলে, ফরজ নিয়তেই পড়িতে হয়।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, নফল মোস্তাহাব নামাজকে ফরজ নিয়তে পড়া সিদ্ধ হইবে এবং পরিণামে উক্ত নামাজটি নফল হইয়াই থাকে। এই সূত্রে আখেরে-জোহর নামাজ ওয়াজেব হউক, আর নফল হউক, ফরজ নিয়তে পড়িলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

২৮ পৃষ্ঠা;—

"জুমার দুই রাকায়াত ফরজ নামাজ আদায় করিয়া আমি আপন জিম্মা হইতে জোহরের ফরজ সাকেত করিব, এই নিয়ত করিলাম। যখন জুমার ফরজ আদায় হওয়ার

সাথে জোহরের ফরজ গর্দ্দান হইতে নামিয়া গেল, তখন আবার জোহরের ফরজ কোথায় বাকি রহিল?''

তাহকিক ;—

উক্ত কথাগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, লেখক কখনও হানাফি নহেন বা হানফি সম্প্রদায়ের কেতাবগুলি মান্য করেন না। হানাফিদিগের তফছিরে আহমদি, আলমগিরি ফৎহোল-কদির, শামি, মেরকাত, মুহিত, তাতারখানিয়া, কবিরি, সফরোছসায়াদতের টীকা ও কাফি কেতাব সমুহে লিখিত আছে যে, যে স্থানের শহর হওয়ার সন্দেহ আছে বা যে স্থানে একাধিক জুমা হয়, তথায় জুমা পাঠ ফরজ হইলেও উহার ছহিহ হওয়ার প্রতি বিশেষ সন্দেহ থাকে, কাজেই তথায় জোহর সাকেত হওয়ার নিয়ত করিলেও নিশ্চিতরূপে জোহর সাকেত হওয়ার দাবী করা উপরোক্ত কেতাবগুলি অমান্য করা ও মজহাব-বিদ্বেষ প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। লেখক কি উপরোক্ত গ্রন্থকারগণ অপেক্ষা বিদ্বা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করেন? এইরূপ দাবি জ্ঞানীগণের নিকট ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে;

২৮ পৃষ্ঠা;—

''ফরজ সবুতের জন্য দলিল কাতেয়ী বায়েদ। সুতরাং বেদলিল গলদ কথা বলা দীনদার আলেমের শান নহে। এবং তাহার পয়রবি করা জেহালত ও গোমরাহি।''

তৎপরে লেখক যে ফার্সী শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উহার অর্থ এই;—

''বাক্‌শক্তির জন্যই মনুষ্য চতুস্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, যদি তুমি সত্য না বল, তবে চতুস্পদ তোমা অপেক্ষা উত্তম।''

তাহকিক ;—

লেখকের দাবিতে বুঝা যায় যে, কাৎয়ী (অকাট্য) দলীল ব্যতীত কোন প্রকার ফরজ প্রমাণিত হইতে পারে না কিন্তু ইহা বাতিল কথা, কেননা জন্নি (সন্দেহযুক্ত) দলীল হইতেও ফরজ প্রমাণিত হইতে পারে, ইহাকে ফরজে-আমালি বলা হইয়া থাকে।

শামি, প্রথম খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা;—

تقسيم الواجب الى قسمين احدهما وهو اعلاهما يسمى فرضا عمليا وهو

ما يفوت الجواز بفوته كالو ترو الاخر ما لا يفوت بفوته وهو المر اد هنا☆

সারমর্ম্ম ;— ওয়াজেব দুই প্রকার, এক প্রকার ফরজে-আমালি নামে অভিহিত, ইহা উচ্চ শ্রেণীর ওয়াজেব, যেরূপ বেতের। এইরূপ ওয়াজেব ত্যাগ করিলে, নামাজ জায়েজ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজেব ত্যাগ করিলে, নামাজ বাতিল হয় না।

আরও ৬৭ পৃষ্ঠা;—

ان استعمال الفرض فيما ثبت بظني و الواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض ☆

"নিশ্চয় যাহা জন্নি (সন্দেহযুক্ত) দলীল দ্বারা প্রমাণিত উহাকে ফরজ বলা এবং কাৎয়ী (অকাট্য) দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, উহাকে ওয়াজেব বলা অতিরিক্ত সিদ্ধ।"

আরও ৬৬ পৃষ্ঠা;—

قال في البحر و الظاهر من قولهم ان الفرض علي نوعين قطعي و ظنى هو في قوة القطعي في العمل ☆

"বাহরোর-রায়েকে বর্ণিত আছে যে, ফকিহগণের কথায় প্রকাশ পায় যে, নিশ্চয় ফরজ দুই প্রকার, এক প্রকার কাৎয়ী (অকাট্য দলীলে প্রমাণিত), দ্বিতীয় জন্নি (সন্দেহযুক্ত দলীলে প্রমাণিত) ইহা অনুষ্ঠানে (আমলে) কাৎয়ী ফরজের তুল্য।"

দোর্রোল-মোখতার;—

فالفرض اعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتي يكفر جاحده كاصل مسح الراس وقد يطلق علي العملي وهو ما تفوت الصحة بفواتة كالمقدار الاجتهادي في الفروض ☆

"ফরজ, রোকন ও শর্ত্ত হইতে পারে, উহার, লাজেম হওয়ার প্রতি অকাট্য বিশ্বাস হইয়া থাকে, এমন কি উহার অবজ্ঞাকারী কাফের হইবে, যেরূপ মূল মস্তকের মাসহ। কখন ফরজে-আমালিকে ফরজ বলা হয়, উহার অভাবে মূল বস্তু ছহিহ হইতে পারে না, যেরূপ (মস্তক মাসহ ইত্যাদি) ফরজে এজতেহাদির পরিমাণ।"

শামি, প্রথম খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা;—

ان الفرض علي نوعين قطعي وظنى وهو الفرض علي زعم المجتهد كايجاب الطهارة بالفصد و الحجامة فانهم يقولون يفترض عليه الطهارة عند ارادة الصلاة ☆

"নিশ্চয় ফরজ দুই প্রকার, প্রথম কাৎয়ী জন্নি, ইহা এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন এমামের ধারণায় ফরজ, যেরূপ শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে ও স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত নির্গত করাইলে, অজু ফরজ হয়, কেননা উক্ত এমামগণ বলেন যে, উহার প্রতি নামাজ পাঠ কালে অজু করা ফরজ হইবে।"

দোর্রোল-মোখতার ও শামি, ৭১ পৃষ্ঠা;—

وغسل جميع اللحية فرض يعنى عمليا ان الاية لا تدل دلالة قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من البشرة اليها☆

সারমর্ম—"সমস্ত দাড়ি ধৌত করা ফরজে-আমালি। উক্ত আয়তটি দাড়ি ধৌত করার কাৎয়ী দলীল নহে।"

দোর্রোল-মোখতার ও শামি, ১০৬ পৃষ্ঠা;—

فرض الغسل اراد به ما يعم العملى - اى ليشمل المضمضة والاستنشاق فانهم ليسا قطعيين☆

"গোসলের ফরজের মধ্যে আমালি ফরজও আছে, কুল্লি করা ও নাসিকায় পানি দেওয়া আমালি ফরজ, কেননা উক্ত ফরজদ্বয় কাৎয়ী দলীল প্রমাণিত হয় নাই।"

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন যে, জন্নি দলীল হইতেও ফরজ প্রমাণিত হয় এবং ওয়াজেব বস্তুকেও ফরজ বলা সিদ্ধ, সেই সুত্রে আখেরে-জোহর ওয়াজেব নামাজকে ফরজ নিয়তে পড়িলে, কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে মৌলবী সিরাজদ্দিন সাহেব না জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভ্রান্তিমুলক দলীল-বহির্ভূত কথা বলিয়া দীনদার আলেমগণের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন কিনা? তাঁহার এইরূপ বাতিলমতের পয়রবি করা জাহিলি ও গোমরাহি হইবে কিনা? তাঁহার এইরূপ অসত্য কথায় পুস্তক পরিপূর্ণ করায় তিনি চতুস্পদ হইতে অধম কি উত্তম হইবেন? ইহা তিনিই বুঝুন এবং পাঠকের বিচারাধীন।

কথিত আছে;—

من حفر بئر الاخيه خر بنفسه ☆

"যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার জন্য কুপ খনন করিয়াছে, সে নিজেই (উহাতে) পতিত হইয়াছে।"

নিরপেক্ষ পাঠক, দেখিলেন তো মৌলবী ছাহেব নির্দ্দোষ লোককে জাহেল ও

গোমরাহ বলিতে গিয়া নিজেই কি হইলেন।

২৮/২৯ পৃষ্ঠা;—

"ফরজ নামাজের প্রথমে দুই রাকায়াতে আলহামদো বাদে দ্বিতীয় ছুরা যোগ করিতে হয়, এবং বাকী দুই রাকায়াতে কেবল আলহামদো পড়িতে হয়। আর আখেরে-জোহর নামাজের চার রাকায়াতে কেবল আলহামদো বাদে দ্বিতীয় ছুরা পড়ার হুকুম। যদি উহা প্রকৃত পক্ষে ফরজ হইত, তবে নফল নামাজের নিয়ম অনুসারে পড়ার হুকুম কখনই হইত না। সেরূপ স্থলে নামাজটিকে ফরজ বলা শরিয়তের খেলাফ ও মুফতি মাজেনের নিতান্তই বুঝিবার ভুল।"

তাহকিক ;—

শামি, প্রথম খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা;—

واكتفى المفترض فيما بعد الاولين بالفاتحة بانها سنة ولو زاد لاباس به لوضم اليها سورة لا باس به☆

"ফরজ পাঠকারী প্রথম দুই রাকায়াতের পরে (তৃতীয় বা চতুর্থ রাকায়াতে) কেবল ছুরা ফাতেহা পাঠ করিবে, কেননা উহা ছুন্নত। যদি সে ব্যক্তি উহার সহিত একটি ছুরা যোগ করে, তবে কোন ক্ষতি হইবে না।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

لانه في النفل والوجب تجب الفاتحة و السورة ونحوها☆

"নফল ও ওয়াজেব নামাজে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকায়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা বা তত্তুল্য (কয়েকটি আয়ত) পাঠ করা ওয়াজেব।"

শামি, উক্ত খণ্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা;—

"জুমার পরে দশ রাকায়াত নামাজ পড়িবে, চারি রাকায়াত জুমার ছুন্নত, চারি রাকায়াত আখেরে-জোহর, তৎপরে দুই রাকায়াত ওয়াক্তিয়া ছুন্নত, কেননা যদি জুমা ছহিহ না হয়, তবে আখেরে-জোহর চারি রাকায়াত ওয়াক্তিয়া ফরজে পরিণত হইবে, অগ্র পশ্চাতের ছয় রাকায়াত ছুন্নত জোহরের ছুন্নতে পরিণত হইবে। যদি আখেরে-জোহর পাঠকারীর উপর কোন জোহর কাজা না থাকে, তবে উহার প্রত্যেক রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য এক ছুরা যোগ করিবে, কেননা যদি প্রকৃত পক্ষে জুমা ছহিহ

হইয়া থাকে, তবে এই চারি রাকায়াত নফল হইয়া যাইবে, আর নফল প্রত্যেক রাকায়াতে ফাতেহার সহিত অন্য ছুরা যোগ করা ওয়াজেব, আর যদি জুমা ছহিহ্ না হইয়া থাকে, তবে এই চারি রাকায়াত ওয়াক্তিয়া জোহরের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, আর ফরজের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকায়াতে অন্য এক ছুরা যোগ করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। যদি আখেরে-জোহর পাঠকারীর উপর কোন জোহর কাজা থাকে, তবে আখেরে-জোহরের শেষ দুই রাকায়াতে অন্য ছুরা যোগ করিবে না, কেননা এক্ষেত্রে আখেরে-জোহর হয় ওক্তিয়া ফরজে পরিণত হইবে, না হয় কাজা ফরজের নামাজে পরিণত হইবে।" এব্রাহিম হালাবি সাগিরিতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই নামাজটির পরিমাণ হিসাবে উহার প্রত্যেক রকায়াতে অন্য ছুরা যোগ করার নিয়ম হইয়াছে, উহা উহার ওয়াজেব হওয়ার ও ফরজের নিয়তে পড়ার বিঘ্নজনক কার্য্য নহে। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি সাহেব ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডে (৩২৩ পৃষ্ঠায়) উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহা মহা ফেক্‌হ-তত্ত্ববিদ বিদ্বান এইরূপ ফৎওয়া দিয়াছেন, ইহাকে শরিয়তের খেলাফ বলা ও ফৎওয়াদাতাগণকে মাজেন বলা নিতান্তই ধৃষ্টতা ও অজ্ঞানতার লক্ষণ। পাঠক, মাজেন শব্দের অর্থ শামি গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে (৯৬ পৃষ্ঠায়) বিকট মূৰ্ত্তিধারী, কর্কশভাষী ও লজ্জাহীন বলিয়া উল্লেখ আছে। মহা মহা বিদ্বানগণের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করা কি ভদ্রতার লক্ষণ?

হজরত বলিয়াছেন;—

سباب المسلم فسوق☆

"মুছলমানের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করা ফাছেকি কার্য্য (গোনাহ্জনক)।"

মৌলবী সিরাজদ্দিন উক্ত পুস্তকের ২৪/২৭ পৃষ্ঠায় কোতবোল-আকতাব, ভারত গৌরব, বঙ্গের হাদি, মহা বিদ্বান মাওলানা কারামত আলি সাহেবের প্রতি অযথা আক্রমণ ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা শুনিলে, বঙ্গের প্রত্যেক নর-নারীর শরীর রোমাঞ্চিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

তিনি ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মাওলানা কারামত আলি ছাহেব মেফতাহুল-জান্নাতে লিখিয়াছেন যে, আখেরে-জোহর পড়া মোনাসেব এবং হুজ্জাতেকাতেয়ার মধ্যে লিখিয়াছেন যে, তফছির আহমাদির রেওয়াএত মোতাবেক দোনো ফরজ নেহি হ্যায়।" যিনি একবার বলিলেন, আখেরে-জোহর এহ্‌তিয়াতের ওয়াস্তে পড়া মোনাসেব অথচ ফরজ নয়, তিনি যে আবার ফরজ

ওয়াজেব বলিয়া লিখিবেন, ইহা অসম্ভব কথা। হাঁ, এক জায়গায় জামেউর-রমুজের হাওয়ালা দিয়া লিখিয়াছেন যে, দোনো ওয়াজেব হোনেকা বয়ান জামেয়োর-রমুজকে দেখো।" সুতরাং ইতিপূর্ব্বে তাহকিক করিয়া দেখা ও লেখা হইয়াছে যে, জামেউর-রমুজ কেতাবখানি জইফ এবং ফরজ ওয়াজেবের কওল খেলাফ। যখন মোহাক্কেক আলেমগণের রায় মতে উক্ত কেতাব জইফ এবং ফরজ ওয়াজেবের কওল বিলকুল গলত সাবেত হইয়াছে, তখন মাওলানা সাহেব কিম্বা কোন মৌলবি সাহেব ফরজ ওয়াজেব বলিলে, তাহা সহিহ বলিয়া মানা যাইতে পারে না।"

তাহকিক ;—

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব তফছির আহমদি হইতে লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জুমা ও আখেরে-জোহর উভয় নামাজ ফরজে কাৎয়ী নহে, বরং জুমা কাৎয়ী ফরজ এবং আখেরে-জোহর ওয়াজেব। কারণ উক্ত তফছিরে লিখিত আছে;—

طائفة اكتفوا بها فقط و اكثر هم داموا على ادائها او لا علما منهم بانها من اكبر شعائر الاسلام و التزموا بعدها اداء الظهر لكثرة الشكوك في شانها☆

"অল্প একদল বিদ্বান কেবল জুমা পড়িয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকেন, অধিকাংশ বিদ্বান উক্ত জুমাকে ইছলামের প্রধান অঙ্গ ধারণায় সর্ব্বদা প্রথমে উহা পাঠ করিয়া থাকেন এবং উহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত সন্দেহ থাকায় জুমার পরে জোহর পাঠ লাজেম স্থির করিয়াছেন।"

শামি, প্রথম খণ্ড ৫০৯ পৃষ্ঠা;—

المراد بلازلم الفرض العملى الذي هو اقوي قسمى الواجب☆

"লাজেম শব্দের অর্থ ফরজে-আমালি (জন্নি) — যাহা উচ্চ ধরণের ওয়াজেব।"

শামি উক্ত খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা;—

وكذا لو كن احدهما قول الاكثرين☆

"এইরূপ যদি মত ভেদজনিত দুই প্রকার কথার মধ্যে কোন একটি কথা অধিকাংশ বিদ্বানের মত হয়, তবে তাহাই ফৎওয়া-গ্রাহ্য মত হইবে।"

মাওলানা ছাহেব মেফতাহুল জান্নাতে আখেরে-জোহর পাঠ মোনাসেব লিখিয়াছেন,

তিনি আরবি يَنْبَغِي 'ইয়ামবাগি' শব্দের অনুবাদে উহা লিখিয়াছেন, কাজেই উক্ত শব্দ ওয়াজেবের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা এই কেতাবে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে উক্ত শব্দের দ্বারা আখেরে-জোহর ওয়াজেব না হওয়ার মত গ্রহণ করা নিতান্তই ভ্রম।

তৎপরে মাওলানা সাহেব জামেয়োর-রমুজ হইতে আখেরে-জোহর ওয়াজেব লিখিয়াছেন, ইহা তফছির আহমদির মতের পৃষ্ঠপোষক।

শামি কেতাবে উহাকে ওয়াজেব বলা হইয়াছে। এবনোল-হোম্মাম ফৎহুল-কদিরে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

শামি, প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা;—

যে সময় কাহাস্তানি অন্য পরিচিত কেতাব হইতে কোন মছলা বর্ণনা করেন, তখন উহা ছহিহ হইবে।

জামেয়োর-রমুজের লেখক কাহাস্তানি আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়ার মতটি লিখিয়াছেন, উহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত এবং ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, কাজেই উহা ছহিহ মত। এইরূপ মতকে ভ্রমাত্মক মত বলিয়া দাবি করা লেখকের অদূরদর্শিতা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ত্রুটি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ওহে লেখক, মাওলানা কারামত আলি ছাহেব ভ্রমাত্মক মত প্রকাশ করে নাই, আপনিই তাঁহার কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। যিনি এইরূপ স্পষ্ট কথার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম, তিনি আবার মুফতি হওয়ার দাবি করেন? ইহা জগতে নবম আশ্চর্য।

লেখক উক্ত পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "জামেওর-রমুজ অগায়রাহু কেতাবে লিখিয়াছে, কসবা এবং যে সকল বড় গ্রামের মধ্যে হাট বাজার ও দরকারী চিজ বস্তু পাওয়া যায়, তথায় জুমা আদায় করা ফরজ ও সহিহ হইবে।"

বলি হে লেখক, জামেয়োর-রমুজ কেতাবখানি জইফ, তবে উহার ফৎওয়ার দ্বারা নিজের পুস্তক কলুষিত করিলেন কেন? এজন্য আপনার পুস্তকখানি জইফ হইয়া গেল না কি? যে ব্যক্তি নিজের দাবির বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহার কথার প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি?

তিনি ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

বাজে আলেম কেয়াস করিয়া বলেন যে, পাক পানি অভাবে মশকুক পানি থাকিলে, যেরূপ তদ্দ্বারা ওজু করিয়া পুনরায় তৈয়ম্মম করা ওয়াজেব তদ্রূপ জুমার

নামাজে শক্ হইলে, আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব হইবে। ইহার পহেলা জওয়াব এই যে, এমাম আজম সাহেব (রহঃ) যিনি মোজতাহেদ ছিলেন, এবং যাঁহাকে কেয়াস করা জায়েজ ছিল, তিনি এইরূপ কেয়াস করিয়া আখেরে-জোহর ওয়াজেব বলেন নাই। তাহা হইলে যিনি মোজতাহেদ নহেন, তাঁহাকে এরূপ কেয়াস করিয়া বলা কি প্রকারে জায়েজ হইবে?

তাহকিক ;—

লেখক নামাজের ১৩টি ফরজ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, উহার শেষ ফরজ "কোন কার্য্য দ্বারা নামাজ হইতে বাহির হওয়া।" শামি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৩১৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, হেদাইয়া ওয়াফি, কাফি, কাঞ্জ ও তৎসমস্তের টীকায় উক্ত কার্য্যটি ফরজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এমাম আবু মনসুর মাতুরিদি ও অধিকাংশ বিচক্ষণ ফকিহ্ উহাকে ফরজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আরও লিখিত আছে;—

واعلم ان كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الاصلم وانما استبطه البردعی عن المسائل الاثنی عشریه☆

"এমাম আবু হানিফা (রঃ) কোন কার্য্য করিয়া নামাজ হইতে বাহির হওয়াকে ফরজ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য এমাম বরদয়ি বারটি মছলার প্রতি কেয়াস করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

এস্থলে এমাম সাহেব যে কেয়াছ করেন নাই, মহাত্মা বরদয়ী তাহা কেয়াছ করিয়াছেন, বিদ্বানগণ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, লেখক আপন ভ্রমপূর্ণ পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে স্থানের বালেগ মুছলমান অধিবাসিগণ তথাকার বৃহৎ মসজিদে সমবেত হইলে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, এই স্থানটিকে শরিয়ত সূত্রে শহর বলা যাইবে। শরহে-বেকাইয়ার হাশিয়া (পরটিকা) দোর্রোল-মোখতার ও আয়নি গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে যে, অধিকাংশ ফকিহগণ এই মতের প্রতি ফৎওয়া দিয়াছেন।

পাঠক, ইহা জানিয়া রাখুন যে, শহরের এই মর্ম্ম এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহা এমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মত নহে। এমাম সাহেব যে কেয়াছ করেন নাই, তাঁহার শিষ্য সেইরূপ কেয়াছ করিয়াছেন, বিদ্বানগণ ও মৌলবী সিরাজদ্দিন

তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আরও তিনি ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সুলতানের উপস্থিতি বা অনুমতি জুমা জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত নহে।

পাঠক, জানিয়া রাখুন যে, শরহে-বেকাইয়া, হেদাইয়া ও কাজিখান প্রভৃতি কেতাবসমুহে উহা এমাম আজমের মতে শর্ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ফাতাওয়ায় আজিজি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা;—

প্রাচীন হানাফি বিদ্বানগণ জুমার সহিহ্ হওয়ার জন্য বাদশাহ্ বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতি শর্ত্ত স্থির করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ তাহা অপেক্ষা সহজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে এমাম ছাহেব যেরূপ কেয়াছ্ করেন নাই, বিদ্বানগণ তাহাই কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন। এক্ষণে মৌলবি সিরাজদ্দিন ছাহেবকে জিজ্ঞাস্য এই যে, এমাম আজম উপরোক্ত ঘটনাবলীতে যে মত ও কেয়াছ প্রকাশ না করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণ সেইরূপ মত ও কেয়াছ প্রকাশ করতঃ নাজায়েজ কর্ম্ম করিয়াছেন কিনা? আপনি এইরূপ মত ও কেয়াছ গ্রহণ করিয়া গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইলেন কিনা?

শামি, প্রথম খণ্ড, ৫৪/৫৫ পৃষ্ঠা;—

"ফেকহ্ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের সাতটি শ্রেণী আছে,—প্রথম শ্রেণীকে মোজতাহেদ ফিশ্ শরিয়ত—নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহারা (শরিয়তের আহকাম প্রকাশ করিতে) কতকগুলি মূল নিয়ম (অছুল) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অন্যান্য বিদ্বানগণের মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চারি এমাম ও তাঁহাদের সমশ্রেণী এমামগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়—মোজতাহেদ-ফিল-মজহাব শ্রেণী, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষক (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আহকাম সংক্রান্ত মূল নিয়মানুযায়ী দলীল সমূহ হইতে ব্যবস্থা বিধান করিতে সক্ষম ছিলেন, এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এমাম মোহাম্মদ (রঃ) ও এমাম আজমের (রঃ) অন্যান্য শিষ্যগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইহারা যদিও কতিপয় আনুষঙ্গিক (ফরয়ি) মছলায় উক্ত এমামের খেলাফ করিয়াছেন, তথাচ তাঁহার (নির্দ্ধারিত) মূল নিয়মাবলীতে তাঁহার অনুসরণ (তকলিদ) করিয়াছেন। তৃতীয়—মোজতাহেদ ফিল-মাসায়েল শ্রেণী, ইঁহারা (উপরোক্ত) মূল নিয়মাবলী ও ফরয়ি মছলা সমূহে উক্ত এমামের খেলাফ (বিপরীত মত ধারণ) করিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু যে সমস্ত ঘটনার ব্যবস্থা এমাম ছাহেব কর্ত্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, ইহারা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তৎসমস্তের ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। কাশ্যাফ, তাহাবি, কারখি, হোলওয়ানি, ছারাখাছি, রজদবি ও কাজিখান প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। চতুর্থ, আসহাবে-তখরিজ, ইহারা আদৌ এজতেহাদ (মছলা আবিস্কার করার) ক্ষমতা রাখেন না, ইহার মূল নিয়মাবলী ও দলিলাদির পূর্ণ অভিজ্ঞ

হওয়ায় জ্ঞান-বলে অন্যান্য মছলার দৃষ্টান্তে এমামের অস্পষ্ট ব্যবস্থা ও দ্ব্যর্থ বাচক কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। রাজি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পঞ্চম, আসহাবোত্তরজিহ, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএতের মধ্যে কোনটি অধিকতর ছহিহ, গ্রহণীয় ও সহজসাধ্য, তাহা স্থির করিতে পারেন। আবুল হাছান কদুরী ও হেদাইয়া লেখক এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ষষ্ঠ, একদল মোকাল্লেদ, ইঁহারা কোন্‌টি অধিকতর ছহিহ, জইফ, জাহের রেওয়াএত, নাদের রেওয়াএত, তাহা অবগত হয়েন, কাঞ্জ, মোখতার, বেকাইয়া, মাজমা, প্রণেতাগণ এই শ্রেণীভুক্ত। সপ্তম শ্রেণী বিশুদ্ধ মোকাল্লেদগণ, ইঁহারা উপরোক্ত বিষয়গুলির কিছুরই ক্ষমতা রাখেন না, ছহিহও গর-ছহির মধ্যে প্রভেদ করিতে ক্ষমতাধারী নহেন। এই সপ্তম শ্রেণীর লোক উপরোক্ত আসহাবোত্তরজিহ শ্রেণীর অনুসরণ করিতে বাধ্য।"

আরও শামি, প্রথম খণ্ডে, ৫ পৃষ্ঠা;—

"যদি কোন ঘটনার ব্যবস্থা এমাম ছাহেব বা তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকে এবং পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ তৎসম্বন্ধে একই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি তাঁহারা তৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অধিকাংশের মত গ্রহণ করিতে হইবে।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ ফকিহগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এমাম আজমের (রঃ) মূল নিয়মাবলী অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তাঁহার কথার সরল ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তৎসমস্তের মধ্যে যাহা বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক ফৎওয়া-গ্রাহ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও হানাফি মজহাবের অন্তর্গত এবং হানাফিগণ তাহাও মান্য করিতে বাধ্য। মৌলবী সিরাজদ্দিন ছাহেব হানাফি মজহাবের অর্থ অদ্যাবধি বুঝিতে সক্ষম হন নাই, সেই হেতু তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন ছাহেবে-তরজিহ বিদ্বানের মত গ্রাহ্য নহে। আমরা তাঁহাকে আরও কয়েক বৎসর ফেকহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মাওলানা কারামত আলী ছাহেব কেয়াছ করতঃ আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়ার মত প্রচার করেন নাই, কাজেই তাঁহার প্রতি লেখকের দোষারোপ করা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ নহে কি? তফছির আহমদিতে লিখিত আছে যে, উহার ওয়াজেব হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এক্ষেত্রে লেখক অধিকাংশ হানাফি ফেকহ তত্ত্ববিদগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া ধৃষ্টতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

তিনি ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"দোছরা জওয়াব এই যে, গাধা ও খচ্চরের ঝুটা পানি পাক, নাপাক বলিয়া হানাফি মজহাবে কোন উল্লেখ নাই, এই জন্য উহা মশকুক বলিয়া সাবেত হইয়াছে, আর কোর-আন, হাদিছ ও এজমা দ্বারা জুমা ফরজ-আইনি সাবেত হইয়াছে। যেহেতু মশকুক পানির উপরে কেয়াছ করিয়া জুমাকে মশকুক বলা নেহায়েত ভুল ও গোমরাহী।"

তাহকিক ;—

ধন্য আপনার জ্ঞান ও বিদ্যার দৌড়! মাওলানা কারামত আলি ছাহেব মশকুক পানির উপর কেয়াস করিয়া জুমাকে মশকুক বলেন নাই। বরং এমাম আজম (রঃ) বাদশাহের উপস্থিতি জুমার শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, দ্বিতীয়, জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী এই দেশকে শহর স্থির করা সঙ্কট, কিন্তু তিনি শহরকে জুমার শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, তৃতীয় এক স্থানে একাধিক জুমা জায়েজ না হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত, এই সমস্ত কারণে অধিকাংশ ফেকহ-তত্ত্ববিদ জুমার প্রতি সন্দেহ করতঃ আখেরে-জোহরকে ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন। শামি গ্রন্থে এই হাদিছটি ইহার প্রমাণে পেশ করা হইয়াছে;—

فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فيها وقع فى الحرام☆

"যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় সমূহ হইতে দূরে থাকিল, স্বীয় ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল, আর যে ব্যক্তি উহাতে পতিত হইল, হারামে পতিত হইল।"

এই হাদিছ অনুযায়ী সন্দেহ ভঞ্জন করা ওয়াজেব প্রমাণিত হয়, কেননা যাহা করিলে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে উহা ত্যাগ করা যে ওয়াজেব হইবে, ইহা অতি সত্য। যখন আখেরে-জোহর পাঠ ব্যতীত সন্দেহ দূরীভুত হয় না, তখন উহা যে ওয়াজেব হইবে ইহা অতি জলন্ত সত্য।

এই হাদিছের দলীলে বহু মছলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রথম মছলা, শামি, প্রথম খণ্ডের ৫২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

والا اخذ بالا قل الخ☆

যদি নামাজ কয় রাকায়াত পড়িয়াছে, ইহার কোন একটি স্থির করিতে না পারে, তবে কম সংখ্যাটি ধরিয়া আর এক রাকায়াত যোগ করিবে, অর্থাৎ তিন রাকায়াত পাঠ করিয়াছে কিম্বা চারি রাকায়াত ইহা স্থির করিতে না পারিলে, তিন রাকায়াত ধারণা করতঃ আর এক রাকায়াত উহার সহিত যোগ করিবে। তৎপরে ছোহ-ছেজদা করিবে।

দ্বিতীয় মছলা, উক্ত খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠা;—

قال ابو حنيفة فمن فاتتة صلاة و اشتبهت عليه انه يصلي الخمس ليتقن اه فتح اى لانه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة الا بدللك☆

"এমাম আবু হানাফা (রঃ) বলিয়াছেন, যাহার এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে, যদি সে উক্ত নামাজ নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারে, তবে তাহাকে বিনা সন্দেহে কার্য্য করার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, কেননা ইহা ব্যতীত নিশ্চিতরূপে উক্ত নামাজ আদায় করা সম্ভব নহে।"

তৃতীয় মছলা, শামি উক্ত খণ্ড ৩০৭ পৃষ্ঠা;—

ولو ادرک القوم في الصلاة ولم يدرَ فرض لم تراويح ينوى الفرض فان هم فيه صح و الا نقع نفلا☆

"যদি কেহ এক দলকে নামাজে প্রাপ্ত হয় এবং সে (নিশ্চিতরূপে) না জানে যে, ইহা ফরজ কিম্বা তারাবিহ, তবে সে ফরজের নিয়ত করিবে, যদি তাঁহারা ফরজ পড়িতে থাকেন, তবে তাহার এই ফরজ ছহিহ হইল, নচেৎ ইহা নফলে পরিণত হইবে।"

চতুর্থ মছলা, আশবাহ-অন্নাজায়ের ;—

"যদি অন্ধকার গৃহে কাহারও স্ত্রীর সহিত অন্যান্য স্ত্রীলোক থাকে, তবে স্ত্রী সঙ্গম মানসে উক্ত গৃহে তাহার প্রবেশ করা নিষেধ।"

শামি ১৫৭/১৫৮ পৃষ্ঠা;—

গর্দ্দভ ও অশ্বতরের এঁটো পানি পবিত্র কিম্বা অপবিত্র, ইহাতে সন্দেহ আছে, এই হেতু উহা দ্বারা ওজু এবং তৎপরে তায়াম্মম করিতে হইবে।

মূল কথা, মাওলানা কারামত আলি ছাহেব আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়ার মছলা বুঝাইবার জন্য প্রথম ও চতুর্থ মছলাটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করিয়াছিলেন, উহার উপর কেয়াছ করেন নাই, কিন্তু লেখক অনভিজ্ঞতা বশতঃ মনোক্তি মতে কি কি ফৎওয়া জারি করিয়াছেন, তাহা ত আপনারা বুঝিলেন, ভাই লেখক এইরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া একজন মহা বিদ্বানের প্রতি দোষারোপ করিতে চেষ্টাবান হইবেন না। যেরূপ মশকুক পানির উপর সন্দেহ হইয়াছে, তজ্জন্য উহা দ্বারা ওজু করিয়া নামাজ পড়িলে উক্ত নামাজ সন্দেহযুক্ত হইয়া থাকে।

সেইরূপ যে স্থানে জুমার শর্ত্ত সমূহ পাওয়ার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় জুমা

পড়িলে উহা সন্দেহযুক্ত হইয়া থাকে, কাজেই প্রথম স্থলে ওজু ও তায়াম্মম করা এবং দ্বিতীয় স্থলে জুমা ও জোহর পাঠ কারা যে একই প্রকারের মছলা, ইহাতে বিবেকসম্পন্ন লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে না ইহা ভ্রমাত্মক ও ও পথভ্রষ্টকারী ধারণা নহে, বরং যিনি এই মতটি ভ্রমাত্মক ও পথভ্রষ্টকারী বলিয়াছেন, তিনিই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টকারী হইবেন না কি?

আরও তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"তেছরা জওয়াব এই যে, ওজু গোসল, তৈয়ম্মম প্রভৃতিকে অসায়েল (শর্ত্ত) বলে এবং নামাজ রোজা ইত্যাদিকে মাকাসেদ (মুল এবাদত) বলে। অতএব অসায়েলের প্রতি কেয়াছ করিয়া মাকাসেদের হুকুম বাহির করা কেয়াছ মায়াল ফারেক বলে, ইহা জায়েজ নহে। এরূপ কেয়াছ করিয়া বলা নয়া মোজতাহেদ ব্যতীত হইতে পারে না। মোজতাহেদের বড় সাহস! হাডডি খোরদানরা দান্দান বায়েদ (অস্থি ভক্ষণ করিতে দন্তের আবশ্যক)।

তাহকিক ;—

লেখক মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য প্রবীন মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের প্রতি এরূপ হলাহল উদগীরণ করিয়াছেন। ইহা মাওলানা সাহেবের কেয়াছ নহে, তিনি নজির স্বরূপ উহা পেশ করিয়াছেন। নজিরটিও অতি জ্বলন্ত। গোসল, অজু নামাজের শর্ত্ত ইহাতে সন্দেহ হইয়াছে, এই সন্দেহের জন্য মূল নামাজের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেইরূপ শহর ইত্যাদি জুমার শর্ত্ত ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় মূল জুমা নামাজের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শর্ত্তকে শর্ত্তের সহিত এবং অন্যান্য নামাজকে জুমা নামাজের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

ইহা কি কেয়াছে মায়াল-ফারেক? ধন্য আপনার বাক্‌চটুতা, ধন্য অর্থ বিকৃত করার শক্তি! আপনি যখন এইটুকু কথা বুঝিতে পারিলেন না, তখন আপনিই নূতন মোজতাহেদ, আপনিই অস্থি ভক্ষশ করার দন্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। বঙ্গ-বিখ্যাত একজন পীরের প্রতি এরূপ আক্রমণ করা কি বেয়াদবি নহে?

মাওলানা রুমি বলিয়াছেন;—

"আমরা খোদাতায়ালার নিকট আদবের ক্ষমতা (তওফিক) প্রার্থনা করিতেছি, (যেহেতু) বেয়াদব ব্যক্তি প্রতিপালকের (খোতায়ালার) অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।"

তৎপরে মৌলবী সাহেব ২৭/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"শা'বি বলিতেন যে, একগেরো লোক বাহির হইবে তাহারা দীনের মছলা নিজের বুদ্ধি দ্বারা কেয়াছ করিয়া বলিবে, সেই সময় ইছলাম তাবাহ ও বিরাণ হইবে।"

"হজরত বলিয়াছেন, যদি তুমি পলকের মধ্যে পুলসেরাত পার হইতে চাও, তবে নিজের রায় থেকে দীনের কোন কথা বা মছলা বলিও না। মিজান শা'রণি।"

তাহকিক;—

লেখক লামজহাবি পল্লীতে বাস করেন, সুতরাং তাহাদের বায়ু ইহার শরীরে ও মস্তিষ্কে লাগিয়াছে বলিয়া শরিয়ত-মান্য কেয়াছকে অমান্য করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদিন পরে তাহার গুপ্ত মজহাব-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইল।

তফছির কবিরের ৩য় খণ্ডে ৭৫/২৮০ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ১৩৭/১৩৮ পৃষ্ঠায়, তফছির বয়জবির ১ম খণ্ডে ২২৫/৩৩৮ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৬ পৃষ্ঠায়, তফছির আবু দাউদের ৩য় খণ্ডে ৩১৯ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৮০ পৃষ্ঠায়, ৮ম খণ্ডে ১০৮ পৃষ্ঠায়, তফছির খাজেনের ১ম খণ্ডে ৪০৭ পৃষ্ঠায়, ৩য় খণ্ডে ২৮৪ পৃষ্ঠায়, তফছিরে-মাদারেকের ১ম খণ্ডে ৪২৭/৪৫০/৪৭০/৪৭১ পৃষ্ঠায় এবং তফছিরে-আহমদির ৪৪৬/৬৯৩ পৃষ্ঠায় কতকগুলি আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, কোর-আন শরিফের উক্ত আয়তগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াছ শরিয়তের প্রামাণ্য একটি দলীল।

হাফেজ এবনে-হাযার 'ফৎহোল-বারি'র ১৩শ খণ্ডে ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বহু সংখ্যক বিদ্বান যাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন তাহাই দলীল হইবে, ছাহাবাগণ, তাবেয়িগণ ও সমস্ত শহরের ফকিহগণ কেয়াছ করিয়াছেন।"

এমাম এবনে আবদুল বার 'জামেউল-এল্‌ম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সমস্ত শহরের ফকিহ্ আলেমগণ ও ছুন্নি সম্প্রদায় এক মতে স্বীকার করিয়াছেন যে, শরিয়তের আহকামে কেয়াছ করা জায়েজ হইবে।"

তওজিহ গ্রন্থে আছে শরিয়তের চারটি দলীল;—

কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ।

তলবিহ; ৩৬৭ পৃষ্ঠা;—

"বহু অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু সংখ্যক ছাহাবা কোন মছলার দলীল কোর-আন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত না হইলে, কেয়াছ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন।

দ্বিতীয়, তাঁহারা কেয়াসি মছলায় তর্কবিতর্ক করিয়া একটির স্থলে অন্যটি স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন, ইহা বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং বিনা এনকারে প্রচলিত হইয়াছে, অতএব উপরোক্ত দুইটি প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, কেয়াছের দলীল হওয়ার প্রতি ছাহাবাগণের এজমা হইয়াছে।"

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আছমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

এমামোল-হারামাএন বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের মতে এই কেয়াস অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়তবাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, কেননা তাহারা অকাট্য ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াছকে অমান্য ও অস্বীকার করিয়া থাকেন, অধিকন্তু শরিয়তের অধিকাংশ মছলা কেয়াছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং কোরাণ ও হাদিছে শরিয়তের দশম অংশ মছলা ও (স্পষ্টভাবে) উল্লিখিত নাই, "এই কেয়াছ অমান্যকারিগণ সাধারণ (নিরক্ষর) শ্রেণীভুক্ত।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (কোঃ) মরহুম একদলজিদে ও মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (কোঃ) তফছির আজিজিতে লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের চারিটি দলীল — কোর-আন, হাদিস, এজমা ও কেয়াছ।

আরও প্রথমোক্ত মহাত্মা লিখিয়াছেন যে, শিয়াদল কেয়াছ অমান্য করিয়া থাকে।

মহাত্মা মাওলানা আবদুল হক দেহলবী (রঃ) আসয়্যাতোললাময়াতের ১ম খণ্ডে ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কেয়াছি মছলাগুলি কোর-আন ও হাদিছ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই হেতু কোরাণ ও হাদিছের তুল্য উক্ত মছলাগুলি মান্য করা ওয়াজেব।

এবনে জওজি 'তলবিছে ইবলিছের' ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "একদল পথভ্রষ্ট মরজিয়া কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করে না।"

শামি, প্রথম খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা;—

"কেয়াছকে রদ করা বেদয়াত মত।"

পাঠক, মৌলবি সিরাজদ্দিন সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, তিনি কেয়াছকে একেবারে অমান্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি মরজিয়া, শিয়া, মজহাব-বিদ্বেষী, বেদয়াতি, কোর-আন ও হাদিছ অমান্যকারী হইলেন কিনা? তাহা পাঠকের বিচারাধীন।

তিনি ধান্য, পাট, কলাই, ইত্যাদির সুদ (বাড়ি) হারাম বলেন কিনা? বানর, কুকুর, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের মলমূত্র অপবিত্র বলেন কিনা?

যদি তিনি উক্ত বিষয়গুলি হারাম ও নাপাক বলেন, তবে তিনি নিজ দাবী অনুযায়ী

কেয়াছ মান্য করতঃ ইছলাম ধর্ম্ম ধ্বংস করিলেন ও নিমেষের মধ্যে পুলছেরাত অতিক্রম করিতে পারিবেন না। আর যদি উক্ত কেয়াছি মত অস্বীকার করেন, তবে হারামকে হালাল ও অপবিত্রকে পবিত্র বলিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। বলি হে লেখক, কেতাব লেখা ও হাদিছের মর্ম্ম বুঝা আপনার কার্য্য নহে, সেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে আপনার এখনও অনেক বৎসর বিলম্ব আছে। আপনি যে এমাম শাবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিম্বা যে হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা বিদ্বানগণের কোর-আন, হাদিছ ও এজমা হইতে আবিষ্কৃত কেয়াছের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, উহা অমূলক কল্পিত মতের জন্য কথিত হইয়াছে। শামি প্রণেতা পূর্ব্বোল্লিখিত হাদিছের প্রমাণে আখেরে-জোহরের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

খোদা ও রছুল নামাজের জন্য ওজু করিতে বলিয়াছেন। ওজু করিতে অক্ষম হইলে, তায়াম্মম করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থলে ওজু ও তায়াম্মম উভয়কে এক সংগে করিতে বলেন নাই। ইহা সত্ত্বেও পানি মশকুক থাকিলে, এমাম বোখারি (রঃ) তথায় ওজু ও তায়াম্মম উভয় করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে লেখকের মতে তিনি কি ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন? তিনি পুলছেরাত অতিক্রম করিতে পারিবেন কিনা?

তিনি ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, আমি কোথা হইতে মছলা বলিয়াছি, ইহা যিনি না জানেন তাঁহাকে ফৎওয়া দেওয়া দোরস্ত নহে।"

তাহকিক ;—

মিজানে-শারাণিতে লিখিত আছে যে, এমাম আজম (রঃ) তাঁহার এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

দের্রোল-মোখতার ও শামি গ্রন্থে আছে যে, মোকাল্লেদগণ (এমামত্ব বিহীন মজহাবাবলম্বিগণ) আসহাবে-তরজিহ, দলের মত মান্য করিতে বাধ্য।

ভাই লেখক, এমাম ছাহেব আপনার ও আমাদের ন্যায় এমামত্ব বিহীন লোককে প্রত্যেক মছলার দলীল অবগত হইতে হুকুম করেন নাই। আল্লামা-বাহরোল ওলুম মোসাল্লামের টীকায় লিখিয়াছেন যে, মজহাবলম্বিগণের (মোকাল্লেদগণের) পক্ষে প্রত্যেক মছলার দলীল অবগত হওয়া প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। ফৎহোল-কদিরে আছে যে, মুফতি বলিলে, এজতেহাদ-শক্তি সম্পন্ন বিদ্বান বুঝিতে হইবে।

হায়! লেখক ভাই, আপনি এমাম, মোজতাহেদ ও মুফতি হওয়ার দাবি করিয়া

বসিলেন? এমাম ছাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, তিনি কোর-আন ও হাদিছের যে অংশ হইতে, মছলাটি আবিষ্কার করিয়াছেন, মুফতি বিদ্বান ফৎওয়া প্রচারের পূর্ব্বে তাহা অবগত হইতে বাধ্য। আপনি কি সেই মুফতি? যদি আপনাকে অতি কম দশটি মছলার দলীল জিজ্ঞাসা করি, তবে বোধ হয় উহার দলীল অবগত হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের আবশ্যক হইবে। কেতাবের মর্ম্ম না বুঝিয়া উহার কোন অংশকে প্রমাণ স্থলে বর্ণনা করিলে, লেখককে হাস্যাস্পদ হইতে হয় না কি?

তিনি ১৯/২০/২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"জমহুর (অধিকাংশ) আলেমগণ মোস্তাহাবের কলহে ছহিহ বলিয়াছেন। যে রেওয়ায়েত ছহিহ বা মোফতাবিহ বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহার খেলাফ ফৎওয়া দেওয়া নিষেধ।"

যে আলেম গওর ফেকের দ্বারা তাহকিক ও তারজিহ না বুঝিয়া এখতেলাফি রেওয়াএত সমূহের কোন এক কওল বা মছলা অনুসারে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমল করিল, কিম্বা ফৎওয়া দেওয়া যথেষ্ট মনে করিল, সে নিশ্চয় জাহেল এবং শরিয়তের এজমাকে ফাড়িয়া ফেলিল।

তাহকিক ;—

পূর্ব্বে তফছিরে-আহমদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে অধিকাংশ ফেকহ-তত্ত্ববিদ বিদ্বান সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহর ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।

শামি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে — "মগরেববাসী এমামগণ একাধিক জুমা হওয়ার কারণে আখেরে-জোহর ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন। অধিকাংশ বোখারাবাসী ফেকহ-তত্ত্ববিদ উপরোক্ত স্থলে উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন। মোকাদ্দেছি, এবনোল-হোমাম ও তামারতাশি সন্দেহ স্থলে উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন। শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে-দেহলবী ফাতাওয়াতে উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন। শামি গ্রন্থে আছে — মতভেদ ঘটিত মছলায় অধিকাংশ বিদ্বানের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া আবশ্যক।

শামি গ্রন্থে আছে;— "জুমা ছহিহ হওয়ার সন্দেহ কালে আখেরে-জোহরের ওয়াজেব হওয়া দলীল-সঙ্গত (জাহের) মত।"

শামি গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;— কোন মছলায় আজহার 'আওজাহ' বা তত্তুল্য কোন শব্দ উল্লেখ থাকিলে উহা ফাৎওয়া গ্রাহ্য মত হইবে। পাঠক, সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহর ওয়াজেব হওয়া অধিকাংশ বিদ্বানের মত এবং উহাতে ফৎওয়া সূচক

'জাহের' শব্দ উল্লিখিত আছে, কাজেই এই মতই ফৎওয়া গ্রাহ্য হইবে, মৌলবী সিরাজদ্দিন সাহেবের দাবি যে একেবারে বাতীল, তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হইল। নিজ দাবি অনুসারে তিনি জাহেল (নিরক্ষর) শরিয়তের এজমা অমান্যকারী হইলেন কিনা, তাহা জ্ঞানী পাঠকের বিচারাধীন।

মৌলবী সিরাজদ্দিন দুষ্ট রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া হউক, আর অনভিজ্ঞতা বশতঃ হউক, হানাফির অধিকাংহ বিদ্বানকে বিশেযতঃ শামি প্রণেতা, এমাম এবনোল-হোমাম ও মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) কে যে জাহেল বলিলেন, এজন্য তিনি হানাফি সমাজের নিকট ঘৃণিত হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"তোমাদের মধ্যে যিনি ফৎওয়া দেওয়ার প্রতি বহুত জলদি কিম্বা চালাকি করিবেন, তিনি সকলের অগ্রে দোজখের প্রতি গমন করিবেন।"

পড়িয়া পাস হাসেল করিলেই যে মুফতি হওয়া যায়, কিম্বা মছলা ছহিহ হয়, তাহা নহে, বরং এল্‌ম শিক্ষা না করিলে যতদুর দুঃখ বোধ হয়, এল্‌ম তহসিল করিয়া হক না হক ছহিহ ও গলদ তমিজ ও তাহকিক করিয়া বুঝিতে না পারিলেও তদপেক্ষা বেশী দুঃখের বিষয়।

তাহকিক ;—

পাঠক, প্রাচীন এমামগণ, চাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ বহু ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধেই ফৎওয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ফৎওয়া দিতে ব্যস্ততা অবলম্বন করিয়া কি লেখকের মতে দোজখে পতিত হইবেন? তওবা, তওবা!

আপনি এই কেতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় যে দুইটি ফৎওয়া জারি করিয়াছেন, প্রথম এই যে, জুমা ছহিহ হওয়ার যে সমস্ত শর্ত্ত বয়ান হইয়াছে, ঈদের নামাজ ছ হিহ হওয়ার জন্যও সেই সকল মোকর্রর আছে।

দ্বিতীয়, যে রকম জুমার নামাজের একবার খতিবি করিয়া দোসরা মছজিদে খতিবি করা জায়েজ নাই, সেই রকম একবার ঈদগাহে খতিবি করিয়া দোসরা ঈদগাহে খতিবি করাও জায়েজ নহে।

শামি, প্রথম খণ্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা;—

"জুমার ও ঈদের শর্ত্ত একই প্রকার, কিন্তু কেবল জুমার খোৎবা শর্ত্ত ও ঈদের

খোৎবা শর্ত্ত নহে, বরং ছুন্নত।”

দ্বিতীয় — জুমার খোৎবা ফরজ, একবার উহা পাঠ করিয়া নামাজ পড়িলে, দ্বিতীয় বারে উহা নফল হইতে পারে, কাজেই দ্বিতীয় বারে মছজিদে উহা পাঠ করিলে, তদ্দ্বারা জুম্মার নামাজ জায়েজ হইতে পারে না। ঈদের খোৎবা ছুন্নত, একস্থানে উক্ত খোৎবা সহ নামাজী পাঠ করিয়া দ্বিতীয় স্থানে উক্ত খোৎবা পড়িলে, নফল হইতে পারে, ইহাতে যে ঈদের খোৎবা নাজায়েজ হইবে, কোন কেতাবে আছে, তাহা লেখক প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

যতক্ষণ লেখক ঈদের খোৎবাকে শর্ত্ত (ফরজ) সাব্যস্ত করিতে না পারেন, অথবা উপরোক্ত কার্য্যটি নাজায়েজ প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করিব যে, তিনি ফৎওয়া প্রচার করিতে জল্‌দি বা চালাকি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি নিজ দাবি অনুসারে দোজখের দিকে অগ্রসর হইবেন কিনা?

লেখক, আপনি কোন সাহসে অধিকাংশ হানাফি ফকিহকে বা উপরোক্ত মহামহা বিদ্বানকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে চান? যাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করিয়া আপনি হানাফি হওয়ার দাবি করেন, তাঁহারাই আপনার মতে দোজখগামী, আর আপনি বেহেশতবাসী। এরূপ অহঙ্কার করা হালাল হইবে কি?

পাস লাভ করিয়া মুফতি হওয়া যায় না, ইহা আপনার দাবি তবে কি শরহে-বেকাইয়া পড়িয়া ও মছজিদের খতিবি করিয়া মুফতি হওয়া যায়, ধন্য আপনার লেখনী শক্তি!

তিনি ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

“শরিয়তের হক ফৎওয়া বা কোন মছলাকে তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা করিলে, কিম্বা দীনের আলেমকে এনকার ও হেকারতের কথা বলিলে অথবা বিনা কারণে আলেমের সহিত বোগজ রাখিলে, শরা মোতাবেক কাফের হইবে।

তাহকিক ;—

অধিকাংশ হানাফি বিদ্বান সন্দেহ স্থলে আখেরে-জোহর ওয়াজেব বলিয়াছেন, আল্লামা এবনোল হোমাম, তামারতাশি, মোকাদ্দেছি, এবনো আবেদিন শামি, এবনো-শেহনা, শাহ আবদুল আজিজ, মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা কারামত আলী মরহুম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে জালেম ধর্ম্ম নষ্টকারী, অস্থিভক্ষক, নুতন মোজতাহেদ, দোজখি, এজমা অমান্যকারী ও বাতীল মতধারী ইত্যাদি

কত কিছু বলিয়াছেন। কাজেই আপনার লিখিত ফৎওয়া অনুযায়ি নিজেই কাফের হইবেন কিনা ? তাহা নিজেই বিচার করুন।

হজরত (সঃ) বলিয়াছেন— "মুছলমানকে কটু কথা বলা ফাছেকি কার্য্য।"

এমাম নাবাবি 'রিয়াজোস সালেহিন' গ্রন্থের ২৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, প্রকাশ্য ফাছেক ও বেদয়াতির নিন্দাবাদ করা জায়েজ আছে।

এই হিসাবে মৌঃ সিরাজদ্দিন সাহেব মহা মহা বিদ্বানকে কটু কথা বলিয়া ফাছেক হইলেন কিনা এবং তজ্জন্য তাঁহার নিন্দাবাদ ও এনকার করা জায়েজ হইবে কিনা, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করুন।

উপসংহারে বেরুটের আল্লামা ইউছুফ বেনে এছমাইল নাবহানি কৃত 'হোশনোশ শোরয়া' নামক পুস্তকের কতকাংশের অনুবাদ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শেষ করিব। তিনি উহাতে চারি মজহাব অনুযায়ী আখেরে-জোহরের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের ২/৩ পৃষ্ঠা;—

"এমাম নূরদ্দিন আলি শেবরামালছি একখানা গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক এমাম শাফেয়ির (রঃ) মজহাব অনুযায়ী এই মছলাটি বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাতে মজহাবের এমামগণের প্রচুর পরিমাণ রেওয়াত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মজহাবের ফৎওয়া-গ্রাহ্য মতে মিশর বেরুত, দামেস্ক, হলব বা তৎসমুদয়ের তুল্য যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ শহরে বিনা কারণে একাধিক জুমা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্ত স্থলে জুমার পরে জোহর ওয়াজেব, অন্ততঃ ছুন্নতও হইবে। এই জোহর পাঠ প্রত্যেক অবস্থায় এবাদাত হইবে এবং উহা ত্যাগ করা ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে গোনাহ হইবে। বেরুতের কোন ছুফি বিদ্বান গত বৎসরে উক্ত পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং একদল ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপকারীর বাতীল কথার প্রতি আস্থা করতঃ কতিপয় লোক উক্ত নামাজ ত্যাগ করিয়াছিল, তজ্জন্য সাধারণ লোককে বিশেষতঃ শাফেয়ি (রঃ) মজহাবালম্বিগণ উক্ত অনিষ্ট হইতে উদ্ধার করা মানসে বিনামূল্যে তিনি উহা বিতরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপকারী উক্ত অযোগ্য শিক্ষার্থীদলকে বলা হইয়াছে, যাহারা রিপুর প্রচেরাচনায় ও ইবলিছের প্রতারণায় আপনাদিগকে মোজতাহেদ (এমাম) গণের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছে। তাহারা অবশ্য মোজতাহেদ (সাধ্যসাধনাকারী) ছিল, (কিন্তু কোর-আন ও হাদিছের মোজতাহেদ ছিল না) বরং ইছলাম ধ্বংসের মোজতাহেদ (চেষ্টাবান) ছিল এবং চারি এমামের প্রতি ও যে বিচক্ষণ ফকিহগণ, জীবিত বা মৃত নেতৃস্থানীয় সুফিগণ, অলিউল্লাহগণ ও তরিকত-

পন্থিগণ তাঁহাদের মজহাবালম্বী ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ মুছলমানগণের মধ্যে দল সৃষ্টি করিতে যত্নবান ছিল। এই পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়ায় উহার উপকার সর্ব্বব্যাপী হইয়াছিল, আমি উক্ত কেতাবের কোন কথা এই পুস্তকে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না, কিন্তু মজহাবের এমামগণের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মছলাকে নূতন ধরণে সপ্রমাণও করিব। আমার বক্তব্য এই — আমাদের এমাম শাফেয়ির (রঃ) মজহাব অনুযায়ী বিনা কারণে হউক কিম্বা কোন কারণ বশতঃ হউক, কোন প্রকারে (একস্থানে) একাধিক জুমা জায়েজ নহে, কাজেই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মতানুযায়ী জুমার পরে জোহর ওয়াজেব হইবে।"

তৎপরে তিনি উহার ৩/৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম জালালউদ্দিন ছিউতি, রাফেয়ী, নাবাবী, মোজান্না ও তাজদ্দিন সুবকি বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম শাফেয়ি (রঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, বৃহৎ শহরে বহু মসজিদ হইলে, কেবল এক মছজিদে জুমা জায়েজ হইবে। এমাম এবনে-হাজর হায়ছমি লিখিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কোন ছাহাবা ও তাবেয়ি কর্ত্তৃক এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ হওয়ার মত প্রমাণিত হয় নাই। মোছলেম সম্প্রদায় এই মতের উপর ছিলেন, তৎপরে খলিফা মাহদি বাগদাদে প্রথমে দ্বিতীয় জুমার মছজিদ প্রস্তুত করেন। এমাম এবনে-হাজার 'তলখিসোল-হবিবে' লিখিয়াছেন, মদিনা শরিফে হজরতের মছজিদ ভিন্ন নয়টি মছজিদ ছিল, তাঁহারা হরজত বেলালের আজান শ্রবণ করা সত্ত্বেও আপনাপন মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু হজরতের মছজিদ ব্যতীত কোন মছজিদে জুমা পড়িতেন না। ইহা আবুদাউদ ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন।

আরও ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সময়ে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের সময়ে বৃহৎ বৃহৎ শহরে একাধিক জুমা সম্পন্ন হইত না, তাঁহারাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসরণীয়, তাঁহাদের সময়ে যে কার্য্য হইয়াছিল না, বিনা সন্দেহে তাহাই বেদয়াত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপকারিদের কথায় যেস্থানে একাধিক জুমা সম্পন্ন হয়, তথায় জুমার পরে জোহর পাঠ করা বেদয়াত হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা প্রকাশিত হইল যে এমাম শাফেয়ি (রঃ) এর মজহাবে কোন সূত্রে (এক শহরে) একাধিক জুমা হইতে পারে না, হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবাগণ ও ধর্ম্ম পরায়ন তাবেয়িগণ একই জুমা প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। এই হেতু সর্ব্বদা শাফেয়ি মজহাবালম্বিগণ মিশর, শাম, বেরুত, হলব বা যে এছলামী শহরে একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তৎসমস্থ স্থলে জুমার পরে বিনা আপত্তি ও এনকারে স্পষ্টভাবে জামায়াত সহ জোহর পড়িয়া থাকেন।"

তৎপরে তিনি উক্ত গ্রন্থের ১১/১২/১৩ পৃষ্ঠায় হানাফিদিগের শামি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়া হানাফি মজহাবে জুমার পরে আখেরে-জোহর পড়ার আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তৎপরে ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এমাম মালেকের (রঃ) মজহাবে একাধিক জুমা হওয়ার সম্বন্ধের ব্যবস্থা (উক্ত মজহাবালম্বী) আল্লামা খলিল (রঃ) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে জুমার একটি শর্ত্ত একমাত্র 'জামে' মছজিদে জুমা সম্পন্ন করা। যদি এক শহরে দুইটি 'জামে' মছজিদ স্থাপন করা হয়, তবে পুরাতন মছজিদে জুমা জায়েজ হইবে, নূতন মছজিদে জুমা জায়েজ হইবে না।

টীকাকার আল্লামা মোহাম্মদ খারাশি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি পুরাতন মছজিদের নামাজ বন্ধ হয়, তবে নূতন মছজিদে জুমা জায়েজ হইবে। যদি এক সময়ে দুইটি মসজিদ নির্ম্মাণ করা হয় এবং একই সময়ে জুমার একামত করা হইয়া থাকে, তবে বাদশাহের বা তাহার নায়েবের কর্ত্তৃত্বে যে মছজিদের নামাজ সম্পাদিত হইবে, সেই জুমা জায়েজ হইবে। আর যদি তাহাদের কর্ত্তৃত্বে কোন মছজিদে জুমা সম্পাদিত না হয় এবং উহা অবগত হওয়া যায় যে, অমুক মছজিদে প্রথমে জুমার নামাজ আরম্ভ হইয়াছে, তবে উক্ত নামাজ জায়েজ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে। আর যদি উভয় মছজিদের নামাজ একই সময়ে আরম্ভ করা কিম্বা কোন মছজিদের নামাজ প্রথমে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা অবগত না হওয়া যায়, তবে উভয় নামাজ ফাজেদ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে।"

তৎপরে ১৫ পৃষ্ঠায় এমাম আহমদ বেনে হাম্বলের (রঃ) মজহাব অনুযায়ী এক শহরে একাধিক জুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"আল্লামা শেখ মরয়ি হাম্বলি 'দলীলোত্তলেবীন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এক শহরে বিনা আপত্তি একাধিক জুমা ও ঈদ হারাম হইবে, যদি একাধিক জুমা ও ঈদ হয়, তবে প্রথমটি ছহিহ হইবে। যদি প্রথম মছজিদে সঙ্কীর্ণ হয় বা বহু দুরস্থিত হয় বা তথায় ফাছাদের আশঙ্কা হয়, তবে দ্বিতীয় মছজিদে নামাজ জায়েজ হইতে পারে।

তিনি ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"যে বৃহৎ শহরে বহু মছজিদ আছে এবং মছজিদগুলি পরস্পরে দূরে দূরে অবস্থিত, তথায় কোন মছজিদে জুমার নামাজ প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া স্বভাবতঃ সঙ্কট। কোন্ জুমাটি প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত না

হওয়া গেলে, প্রকৃত ফরজটি আদায় হওয়ার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না এবং উক্ত ব্যক্তি (প্রকৃত) মুছলমান যে ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করে এবং নিজের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে। এমাম শাফেয়ির (রঃ) ও তাঁহার মজহাবালম্বী অধিকাংশ এমামের মতে উপরোক্ত প্রকার শহরে জুমার পরে জোহর পাঠ না করিলে, গোনাহগার হইতে হয়।''

তিনি ১৭/১৮/১৯/পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

''হজরত নবি করিম (ছাঃ), ছাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ জুমার পরে জোহরের নামাজ পাঠ করিতেন না, ইহাতে তুমি উক্ত জোহর পাঠ বেদয়াত ধারণা করিও না, কেননা উপরোক্ত মহাত্মাগণের সময়ে এক শহরে একই জুমা পাঠ করা হইত, একাধিক জুমা হইত না, কাজেই (জুমার পরে) জোহর পাঠ তাঁহাদের পক্ষে ওয়াজেব ছিল না, যেহেতু তাঁহারা নিশ্চিতরূপে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়াছিলেন। (এক শহরে) একাধিক জুমা আমাদের নবসৃষ্ট মত ইহা হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণের মতের খেলাফ, কাজেই আমাদের জুমা ছহিহ হওয়ায় ও দায়িত্বশূন্য হওয়ার নিশ্চয়তা নেই, এই জন্য আমরা (জুমার পরে) জোহর পাঠ করিয়া থাকি। ইহাতে তুমি ধারণা করিও না যে, আমরা ছয়টি ফরজ আদায় করিয়াছি, কারণ যদি কোন এক ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পরে বুঝিতে পারে যে, কোন কারণে তাহার নামাজ ছহিহ হয় নাই, তবে তাহার পক্ষে উহা পুনরায় পাঠ করা ওয়াজেব এক্ষেত্রে তুমি কি বল, যে, সে ব্যক্তি ছয়টি ফরজ পড়িয়াছে বা বেদয়াত কার্য্য করিয়াছে? হজরত নবি করিম (ছাঃ) কর্ত্তৃক এক ওয়াক্তে দুইবার নামাজ পাঠ করার নিয়ম প্রমাণিত হইয়াছে। মেশকাত গ্রন্থে এক ওয়াক্তে দুইবার নামাজ পাঠের অধ্যায়ে হজরত যাবের (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, হজরত মায়াজ বেনে জাবাল (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সঙ্গে নামাজ পড়িতেন, তৎপরে তিনি তাঁহার স্বজাতিদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের এমামতী করিতেন। এই হাদিছটি এমাম বোখারির (রঃ) ও মোছলেম (রঃ) কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

তৎপরে তিনি আবুদাউদ (রঃ), তেরমেজি (রঃ) ও নাছায়ির (রঃ) এই হাদিছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) জামায়াত সহ নামাজ পাঠ করণান্তে দুইটি লোককে উক্ত জামায়াতে নামাজ না পড়িতে দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জন্য আমাদের সহিত নামাজ পড়িলে না? তাঁহারা বলিলেন আমরা মঞ্জেলে নামাজ পড়িয়াছি। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, এরূপ করিও না। যদি তোমরা মঞ্জেলে নামাজ পড়িয়া জামায়াতের সময় কোন মসজেদে উপস্থিত হও, তবে তাঁহাদের সহিত নামাজ

পাঠ করিও।

ইহা এমাম শাফেয়ির (রঃ) মজহাব। মেনহাজ গ্রন্থে আছে, যদিও তুমি জামায়াত সহ নামাজ পাট করিয়া থাক, তথাচ অন্য জামায়াতে উক্ত ফরজটি পাঠ করা ছুন্নত। যদিও এই দ্বিতীয় নামাজটি নফল হইবে, তথাচ উহা ফরজের নিয়তে পাঠ করিতে হইবে। মূল কথা এই যে, কোন সঙ্গত কারণে ফরজ দুইবার পড়িলে, উহাকে বেদয়াত বলা যাইতে পারে না। চারিজন সত্যপরায়ণ এমাম যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত মত হইতে পারে না, ইহাই মুছলমানদিগের পথ, ইহার অনুসরণ করিলে খোদা ও রছুলের অনুসরণ করা হয়।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, চারি মজহাব অনুযায়ী আখেরে-জোহর পড়া অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে, বিস্তারিতরূপে এই মছলাটি অবগত হইতে পারিবেন। আরও প্রকাশিত হইল যে, মৌলবী সিরাজদ্দিন ছাহেবরে ভ্রমপূর্ণ 'আখেরে-জোহর' পুস্তকখানি কোন জ্ঞানী বিদ্বানের অনুমোদিত হইতে পারে না। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বানগণকে বা বঙ্গ-বিখ্যাত পীর জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর ছাহেবকে এই পুস্তকের অনুমোদনকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাহার জাল ও অমূলক দাবী। এবার এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা হইল, আবশ্যক হইলে বারান্তরে বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

"কওলোল-বদি" কেতাবের ৩০/৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ছাহেবের একটি ফৎওয়ায় রদ।

তাঁহার ফৎওয়ার সংক্ষিপ্ত সার

হানাফি মজহাবের শহর ও মুছলমান বাদশাহ বা তাঁহার নায়েব হওয়া জুমা জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত, কিন্তু হিন্দুস্থানে ঐ শর্ত্ত পাওয়া যায় না। অন্যান্য মজহাবে এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ নহে, প্রথম জুমা জায়েজ হইবে, অবশিষ্ট জুমা নাজায়েজ হইবে, কিন্তু কোন জুমাটি প্রথম হয়, ইহা জানা যায় না, কাজেই প্রত্যেক জুমা জায়েজ হওয়ার সন্দেহ থাকে, এই জন্য লোকে এহতিয়াতে জোহর পাঠেরনিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু হানাফিদিগের পক্ষে উহা পাঠ করা পছন্দ নহে, কেননা যদি এহতিয়াতে ওয়াজেবের দরজায় পৌঁছিয়া যায়, তবে ইহা বেদয়াত হইবে, ইহা লইয়া কতকে তুমুল কলহ সৃষ্টী করিয়া থাকে, যদি ইহা মোস্তাহাবের দরজায় থাকিত, তবে কোন আপত্তির কারণ হইত না। যে আলেমের মুছলমান বাদশাহ বা তাঁহার নায়েব হওয়া শর্ত্ত করিয়া

থাকেন, তাঁহারাই আবার বলেন যে, উহা অসম্ভব হইলে মুছলমানগণ একতাভাবে জুমার এমাম স্থির করিয়া জুমা পড়িয়া লইবেন, এ সূত্রে প্রত্যেক স্থানে এমাম বর্ত্তমান থাকা হেতু শহরে জুমা পড়া হইবে ও জোহর ছাকেত হইয়া যাইবে, কাজেই এহতিয়াতে-জোহর পাঠ করা বৃথা। আর যাহারা আলেমগণের কথা অগ্রাহ্য করেন, তাহাদের পক্ষে বাদশাহ ও তাঁহার নায়েব না থাকা হেতু শহরের শর্ত্ত পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদিগকে জামায়াত সহ জোহর পড়া উচিৎ। জুমার শর্ত্তাভাবে কেবল সন্দেহের জন্য নফল নামাজ জামায়াত সহ ও ওয়াক্তিয়া ফরজ একা একা পড়া মহা অন্যায় ও অহিতকর, এই হেতু আমি হানাফিদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উহা ওয়াজেব ধারণা করতঃ এহতিয়াতে-জোহর পড়া পছন্দ করি না।

অন্যান্য মজহাবালম্বিগণের প্রতি এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যদি এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ না হয়, তবে কি জন্য তাহারা এইরূপ বৃথা কার্য্য করেন? তাহাদের একই স্থানে সমবেত হইয়া জুমা পড়া ওয়াজেব।

রশিদ আহমদ।

আমাদের উত্তর

মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রিয়াছত আলী খাঁ ছাহেব জামেয়োল ফাতাওয়া'র দ্বিতীয় খণ্ড ৫৫/৫৭ পৃষ্ঠায় উক্ত ফাতাওয়ার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন;—

"একদল হানাফি ফকিহ বিদ্বানের মতে এই হিন্দুস্তান শহর অন্য দলের মতে শহর নহে, এক রেওয়াএতে এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ হইবে, অন্য রেওয়াএতে উহা জায়েজ নহে। এক দলের নিকট যে স্থলে সুলতান, আমীর, কাজী না থাকে তথায় জুমা হইবে না, অন্য দলের নিকট জুমা জায়েজ হইবে, এই হেতু হানাফি ফকিহগণ এহতিয়াতে জোহর পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহাতে উভয় দলের মতে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। তিনি শামি, ছগিরি, ফৎহোল-কদির ও আলমগিরির এবারত উদ্ধৃত করিয়া আখেরে-জোহর পড়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, মৌলবী রসিদ আহমদ গাঙ্গুহির মতে যখন হিন্দুস্থানের দারোল-হরব হওয়া না হওয়াতে বিদ্বানগণের মতভেদ আছে, তখন আখেরে-জোহর পড়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।"

পাঠক, এই কেতাবের ১০/১১ পৃষ্ঠায় তফছিরে আহমদির ১৪/১৫ পৃষ্ঠায়,

ফাতাওয়ায় আজিজির ২১/২৬ পৃষ্ঠায় ও ফাতাওয়ায় শামির এবারত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে মাওলানা রশিদ আহমদ ছাহেবের মতের অসারতা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন।

১) মাওলানা মরহুম দাবি করিয়াছেন যে, 'এহতিয়াতের ওয়াজেবের দরজায় পৌঁছিলে বেদয়াত হইয়া থাকে, ইহা তাহার ভ্রান্তিমূলক ধারণা। তিনি কি জানিতেন না যে, এহতিয়াতের অর্থ এস্থলে নিশ্চিতরূপে ওয়াজেবি কার্য্যের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। ইহাতে বুঝা যায় যে, কখন এহতিয়াত ওয়াজেব হইয়া থাকে। এই জন্য হেদায়া কেতাবে এহতিয়াতের জন্য কোন কার্য্য হারাম বলা হইয়াছে, এই কেতাবের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফাতাওয়ায়-আজিজিতে আখেরে-জোহর পাঠ এহতিয়াতের জন্য ওয়াজেব বলা হইয়াছে। তফছিরে আহমদিতে আছে, অধিকাংশ ফকিহ্ আখেরে-জোহর পাঠ ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন এবনে-আবেদিন শামি লিখিয়াছেন, মগরববাসী এমামগণ ও বোখারার এমামগণ উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন, এবনে-শেহনা ও এবনোল হোমাম উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন।

দোর্রোল-মোখতারে লিখিত আছে;—

"আমাদের পক্ষে তরজিহ্দাতা ফকিহ্গণের পয়রবি করা ওয়াজেব।"

যখন উক্ত তবকার ফকিহ্গণ আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন, তখন মাওলানা মরহুমের ন্যায় বিশুদ্ধ তকলিদকারী বিদ্বানের মত হানাফিদিগের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না।

মাওলানা মরহুম লিখিয়াছেন, যদি উহা মোস্তাহাব ধারণা করা হইত, তবে কোন আপত্তি ছিল না। আমরা বলি যদি আমরা উহা মোস্তাহাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা সর্ব্বদা সকলে পড়িলেই কি ওয়াজেব ধারণা করা হইবে?

(১) মৌখিক নিয়ত করা। (২) খোৎবার সময় হজরতের চারি খলিফা ও তাঁহার দুই চাচার নামোল্লেখ করা মোস্তাহাব (৩) সুলতানের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব বা জায়েজ (৪) কোর-আন শরিফের রুকুর চিহ্ন জের, জবর, পেশ ও অক্ফের চিহ্ন লিখন মোস্তাহাব। (৫) মছজিদে মেহরাব প্রস্তুত করা মোস্তাহাব। (৬) জোহর, মগরেব ও এশার পরে কয়েক রাকায়াত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। — শামি ১ম ৪৩২/৮৪৮ পৃষ্ঠা, আলমগিরি ৫/৩৪৮ পৃষ্ঠা, হেদায়া ৪/৪১৭ পৃষ্ঠা ও মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি

১/১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লোকে উপরোক্ত কার্যগুলি সর্ব্বদা করিয়া থাকেন এক্ষেত্রে তৎসমুদয় ওয়াজেবের দরজায় পৌঁছিয়া থাকে কি?

(৩) মাওলানা মরহুম লিখিয়াছেন, যাহারা বাদশাহ বা নায়েব শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন তাহারাই বলেন, মুছলমানগণ একতাভাবে জুমার এমাম স্থির করিলে জুমা জায়েজ হইবে, ইহাও মাওলানার ভ্রম, কেননা এমাম আজম ও তাঁহার দুই শিষ্য প্রথমোক্ত শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, শেষোক্ত মতটি শেষ জামানার আলেমগণের মত, কাজেই উভয় দলের মতানুযায়ী জোহর ও জুমা পড়া জরুরী।

(৪) মাওলানা মরহুম এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ না হওয়া অন্যান্য মজহাবের মত বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা কি তিনি জানিতেন না যে, হানাফি মজহাবের দুইটি মত আছে, এক মতে, এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ হয় না, অন্য মতে জায়েজ হয়, উভয় মতটি ফৎওয়া-গ্রাহ্য, এই হেতু আখেরে-জোহর ও জুমা পাঠ করা জরুরী।

তিনি যে ১০/১২ মাইল ব্যবধান হইতে শহরের প্রত্যেক উপযুক্ত এলাকাতে একস্থানে জুমা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, ইহা অসাধ্য ভার অর্পণ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই তাঁহার এইরূপ ফৎওয়া দেওয়া উচিৎ হয় নাই।

উক্ত ফৎওয়ার সমর্থনে মৌলবি আবদুল অহাব পাঞ্জাবি লিখিয়াছেন;—

"মাওলানা গাঙ্গুহির উত্তর ঠিক হইয়াছে, উহার বিপরীত ফৎওয়া গোমরাহি ও 'বেদয়াতে-ছাইয়েয়া' কেননা এই অগ্রাহ্য কার্য্যটি চারি এমাম করেন নাই। মূলকথা, আখেরে-জোহর পড়া বেদয়াতে ছাইয়েয়া, একজন মো'তাজেলা বাদশাহ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন, হানাফি মজহাবে এই নামাজ পাঠ করা জায়েজ নহে, যে কেহ ইহা পড়িবে সে ব্যক্তি হানাফি, শাফেয়ি, মালেকী ও হাম্বলী নহে বরং মোতাজেলা মজহাবালম্বী হইবে।

আমাদের উত্তর

এই পাঞ্জাবী লেখকের মত একেবারে বাতীল, কেননা যদি আখেরে-জোহর পাঠ দুষিত বেদয়াত ও মোতাজেলাদিগের রীতি হইত, তবে হানাফিদের শামী, মেরকাত, ছগিরি, কবিরি, আলামগিরি, ফাৎওয়ায়-আজিজি, ফৎহোল-কদির, মারাকিল-ফালাহের টীকা, তাহতাবি, তফছিরে-আহমদি, মুহিত, কাফি, ছফরোছ-ছায়া'দাতের টীকা, নেহায়ার

টীকা ইত্যাদি বহু বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আখেরে-জোহর পড়িতে বলা হইল কেন? মগরববাসী এমামগণ, বোখারার অধিকাংশ এমাম বরং অধিক সংখ্যক ফকিহ উহা পড়া ওয়াজেব বলিলেন কেন? এবনে আবেদিন শামি, কামালদ্দিন এবনোল-হোমাম, মোল্লা আলিকারী, এবরাহিম হালাবি, তাহতাবি, মোল্লা জিউন, মাওলানা আবদুল হক দেহলবী মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ প্রভৃতি মহা বিদ্বান কি মোতাজেলা ছিলেন? তাহারা কি নাজায়েজ কার্য্য করিতে বলিয়াছেন?

আমি এই কেতাবের ৭৫/৮১ পৃষ্ঠায় বেরুটের আল্লামা ইউছফ বেনে এছমাইল নাবহানি কৃত 'হোশনোশ-শোরয়া' কেতাব হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, চারি মজহাবের আলেমগণের মতে আখেরে-জোহর পড়া জরুরি। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাঞ্জাবি লেখক নিশ্চয় একজন অহাবী, তাঁহার কথা একেবারে বাতীল।

এক্ষণে আমি মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেবের ফৎওয়া উদ্ধৃত করিয়া পাঞ্জাবী সাহেবকে উপহার দিয়া কেতাব শেষ করিব।

তাতেম্মার জেলদে-আওয়াল ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়া ২৬/২৮ পৃষ্ঠা;—

"সেহাহ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, (হজরত) ছা'দ বেনে আবি অক্কাছ ও আব্দ বেনে জাময়া জাময়ার দাসীপুত্র লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ আবদ বেনে জাময়া বলিতে লাগিলেন যে, এই বালকটি আমার পিতার দাসীর পুত্র, আর হজরত ছা'দ (রাঃ) বলিতে লাগিলেন যে, আমার ভ্রাতা আতাবা বলিয়া গিয়াছে যে, সে উক্ত দাসীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, উক্ত দাসীর-গর্ভে তাহার ঔরসজাত পুত্র হইয়াছে, কাজেই ঐ বালকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র)। জনাব নবি (ছাঃ) "পুত্র স্বামীর প্রাপ্য হইবে" এই শরিয়তের বিধান অনুসারে ঐ বালকটিকে জামায়ার পুত্র স্থির করিলেন, কিন্তু বালকটি চেহারাতে আতাবেনে আক্কাছের তুল্য হইয়াছিল বলিয়া নিজের স্ত্রী উম্মোল মো'মেনিন হজরত ছওদা (রাঃ) কে যিনি যামায়ার কন্যা ছিলেন, উক্ত সন্দেহযুক্ত ভ্রাতা হইতে পর্দ্দা করিতে আদেশ করিলেন। এই হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, বিভিন্ন দলীলের বিরোধ উপস্থিত হইলে যদিও উহার কোন একটি দুর্ব্বল হয়, তথাচ দলীল সমূহের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক দলীলের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা এহতিয়াত, শরিয়তের হুকুম ও ছুন্নত। ইহার নজির জুমা ও জোহর এক সঙ্গে পাঠ করা, যদিও জুমা ছহিহ না হওয়ার দলীল জইফ হয়, তথাচ উপরোক্ত হাদিছে স্পষ্ট সপ্রমাণ হয় যে, এহতিয়াত করার পক্ষে জইফ দলীল হইলে উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইবে, যেরূপ চেহারাতে সদৃশ্য হওয়া জইফ দলীল হইলেও উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। যখন এহতিয়াতে-জোহর পড়ার প্রমাণ হাদিছ হইতে আবিষ্কৃত হইল, তখন উহা পাঠ করা

উল্লিখিত আয়ত ও হাদিছগুলির বিপরীত হইল না।

নিম্নলিখিত হাদিছদ্বয় উক্ত নামাজের সমধিক স্পষ্ট দলীল।

১) নামাজ কয় রকায়াত পড়া হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ হইলে, অল্প সংখ্যাটি ধরিয়া লইয়া আর এক রাকায়াত যোগ করার হুকুম হইয়াছে। সন্দেহ স্থলে তত্তুল্য কার্য্য করিয়া উহার প্রতিকার করা শরিয়ত-সঙ্গত, ইহা এই হাদিছে সপ্রমাণ হইল।

২) যে নামাজ মকরুহ ভাবে আদায় করা হইয়াছে, উহা দোহরাইয়া পড়ার হুকুম হইয়াছে, এস্থলে এক নামাজের তুল্য অন্য নামাজ পড়িয়া নিশ্চিতরূপে ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। এইরূপ যে স্থলে জুমা সন্দেহযুক্ত হয়, তথায় জোহর পড়িলে, নিশ্চয় উহার নজির দ্বারা প্রতিকার করা হইবে।

প্রশ্ন

"এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, মোহাম্মদ, আবু ইউছুফ, জোফার ও হাছান (রঃ) নিজেরা আখেরে-জোহর পড়িয়াছিলেন কি? গ্রাম্য লোকদিগকে উহা পড়িতে হুকুম দিয়াছিলেন কি?"

উত্তর

মশকুক পানি থাকিলে, ওজু ও তায়াম্মোম উভয় করা এমাম আজম সাহেবের মত, (সন্দেহ স্থলে জুমা) ও আখেরে-জোহর পড়া অবিকল উহার নজির, সেই প্রকৃত পক্ষে আখেরে-জোহর পড়াও এমাম সাহেবরে মত বলিয়া অভিহিত হই কেননা যে মতটি এমাম সাহেবের নিয়ম কানুন হইতে আবিষ্কৃত হইবে,তাহাও ফকিহগ নির্দ্দেশ অনুসারে এমাম ছাহেবের মজহাব বলিয়া গণ্য হইবে। স্পষ্ট ভাবে তাঁহা ক উল্লিখিত না হইলেও আপত্তিকর হইবে না, যেহেতু তাঁহার সময় শর্ত্তে সন্দেহ হইয়াছিল না বলিয়া উহার আবশ্যক হইয়াছিল না।

.... সমাপ্ত ....